LIFE

OF

MAHÁRÁJA NAVA KRISHNA DEVA BAHÁDOOR

OF

SOBHABAZAR, CALCUTTA;

BY

BEEPIN BEHARRY MITTRA.

Calcutta:

PRINTED BY I. C. BOSE & CO., STANHOPE PRESS,
249, BOW-BAZAR STREET; AND PUBLISHED BY THE AUTHOR.

1879.

কলিকাতাস্থ শোভাবাজার-নিবাসী

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের

জীবন-চরিত।

শ্রীবিপিনবিহারী মিত্র কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংর বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত; এবং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১২৮৬ সাল।

২—২৮৭

ভূমিকা।

ইতিহাস এবং জীবনচরিত পাঠে যে মহোপকার সাধিত হয় তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই; সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অনাবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের দেশে এই দুইটীরই অভাব ছিল। ইদানীন্তন এই অভাব আংশিক দূরীকৃত হইয়াছে, কারণ ইংরাজাধিকারের সময় হইতে যে মহোদয়গণ জন্মগ্রহণ করত বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়বাহাদুর, রাজা স্যার রাধাকান্ত দেববাহাদুর, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কৃষ্ণ পান্তী, মতিলাল শীল, রামদুলাল দে, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অনেক মহাত্মার জীবনচরিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহা পাঠ করিয়া সকলেই পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু যে মহোদয় স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, সুচতুরতা, সাহসিকতা, রাজনীতিজ্ঞতা, দানশীলতা প্রভৃতি গুণনিচয় দ্বারা আপন সময়ে এই মহানগরীর শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে ইতিহাস স্থান প্রদান করিয়াছে, যাঁহাপেক্ষা প্রায় কোন হিন্দু বঙ্গবিজয়ের সময় ইংরাজরাজপুরুষদিগের অধিক সহকারিতা করিতে পারেন নাই, যাঁহার বংশ অদ্যাপি রাজদ্বারে এবং সমাজে সগৌরবে কালাতিপাত করিতেছেন, সেই মহারাজা নবকৃষ্ণ দেববাহাদুরের রীতিমত জীবনচরিত এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, সেই

অভাব পূরণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য। অনেক গুলি ইংরাজী এবং বাঙ্গালা পত্রিকা এবং পুস্তকে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা পাঠ করিয়াছি, এবং বিশেষ তদন্ত দ্বারা তাঁহার বিষয় যাহা অবগত হইয়াছি, সেই সকল একত্রীভূত করিয়া পুস্তকাকারে সঙ্কলন করিয়াছি। মহারাজা নবকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের সহিত বঙ্গদেশের ইতিহাসের অনেক যোগ আছে, সুতরাং আবশ্যকমত তাহার ও কতক কতক লিখিত হইয়াছে। যেস্থলে পরস্পরবিরোধী সম্বাদের সামঞ্জস্য করা সুকঠিন বোধ হইয়াছে, সে স্থলে স্বীয় বিশ্বাসকে প্রাধান্য প্রদান করিয়াছি। ইহা মানবস্বভাবসিদ্ধ যে যিনি যাঁহার অনুরাগী, তিনি কেবল তাঁহার গুণাংশ জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পান, পক্ষান্তরে বিদ্বেষীরা দোষের আতিশয্যতাই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। আমরা সহজনেত্রে মহারাজা নবকৃষ্ণের দোষ গুণ উভয়ই দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠকবৃন্দের বিবেচনাধীন।

উপসংহারকালে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহাতেই ইহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি।

বর্দ্ধমান জিলান্তর্গত জ্যোৎশ্রীরাম।
তারিখ ১লা পৌষ, ১২৮৬ সাল। } শ্রীবিপিনবিহারী মিত্র।

মহারাজা
নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর।

নবকৃষ্ণ দেব মৌলিক কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিত্রপুরের দেববংশোদ্ভব। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহরিদেব মুরশিদাবাদের সন্নিকটে কর্ণস্বর্ণ অর্থাৎ কাণসোণা গ্রামে বসতি করিতেন। শ্রীহরিদেবের অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র পীতাম্বর খাঁ এক-জন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন; তিনি কোন সময়ে সমস্ত ঘটক এবং কুলীনদিগকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের গমনাগমনের সুবিধার্থে একটী ক্ষুদ্র নদীর অংশবিশেষ ধান্য দ্বারা পূরণ করিয়া সেতু স্বরূপ করিয়াদেন, এজন্য লোকে তাঁহাকে "ধান্যপীতাম্বর" কহিত। পীতাম্বর বঙ্গদেশের তাৎকালিক নবাবের নিকট হইতে "খাঁ বাহাদুর*" উপাধি প্রাপ্ত হন। জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃ-

* এই উপাধি এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কেবল মুসলমান ভদ্র-লোকদিগকে প্রদান করেন, হিন্দু ভদ্রলোকদিগকে "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রদত্ত হয়।

পাতী পরগণা মূড়াগাছার কানুনগুই দেবিদাস মজুমদারও এই বংশোদ্ভব; তাঁহার ছয়টী পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে সহস্রাক্ষ এবং রুক্মিণীকান্ত মুরশিদাবাদের তাৎকালিক নবাবের সমীপে কর্ম্মের প্রার্থী হইলে, তিনি সহস্রাক্ষ মজুমদারকে তাঁহার পিতার কর্ম্মে এবং রুক্মিণীকান্তকে ব্যবহর্ত্তা উপাধি দিয়া পরগণা মূড়াগাছার অপ্রাপ্তব্যবহার জমীদার কেশবরাম রায়-চৌধুরীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে রুক্মিণীকান্তের বংশ ব্যবহর্ত্তা নামে পরিচিত হয় এবং তিনি উক্ত পরগণার পঞ্চগ্রাম নামক গ্রামে বসতি করেন।

রুক্মিণীকান্তের পরলোক গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর ব্যবহর্ত্তা তাঁহার পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সময়ে নবাব সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব অনেক বৃদ্ধি হওয়ায়, কেশবরাম তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে নিজালয়ে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন।

রামেশ্বরের ছয়টী পুত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে দ্বিতীয় রামচরণদেব মুরশিদাবাদে গমন করিয়া রায়রেঁয়ে অর্থাৎ রাজস্ববিভাগের মন্ত্রীর সহিত

পরিচিত হন এবং মূড়াগাছা পরগণার রাজস্ব আরও বৃদ্ধি করিয়া বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা রাজসরকারে প্রদান করিতে পারিবেন বলায়, তাঁহাকে উক্ত পরগণার উদেদারী (কমিসনরের) পদে নিযুক্ত করা হয়। এই পদে অভিষিক্ত হই-বার পর তিনি স্বীয় পিতাকে কারামুক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, কেশবরামকে কারারুদ্ধ করিয়া বৈরনির্যাতন করেন।

কেশবরাম রায়চৌধুরীর আশঙ্কাতেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক রামচরণ মূড়াগাছা পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুর গ্রামে বাস করেন। বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গের ভূমি এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান পূর্ব্বে গোবিন্দপুর নামে আখ্যাত ছিল। নবগৃহে পরিজনদিগকে রাখিয়া রামচরণ পুনর্ব্বার নবাব সাহেবের সমীপে উপনীত হইলে, তিনি তাঁহাকে হিজলী, তমলুক, মহিষাদল প্রভৃতি স্থানের নিমকের এজেণ্ট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন। এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করায়, নবাব সাহেব তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী

অধিকতর সম্মানের পদ প্রদান করেন, তদ্বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিত হইল। আরকটের নবাবের ভ্রাতা মনিরুদ্দিন খাঁ. তাঁহার সহোদরের সহিত বিবাদ করিয়া মুরশিদাবাদে উপনীত হইয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলে, নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় দস্যু অর্থাৎ বর্গীরা উৎকলে অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছিল—তাহাদিগকে শাসন করা একান্ত আবশ্যক হওয়ায় নবাব তাঁহাকে কটকের সুবেদারী এবং রামচরণকে তাঁহার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। মেদিনী-পুর হইতে যাত্রা করিয়া কটকাভিমুখে গমনকালে অতি অল্পসংখ্যক সহচর সুবেদারের সহগামী হয়; অবশিষ্ট সৈন্যেরা পশ্চাতে ছিল, এমত সময়ে চারিশত পিণ্ডারী দস্যু হঠাৎ নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। সুবেদার ও তাঁহার দেওয়ান যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া এবং শত্রুদিগের অনেককে হত্যা করিয়া পরিশেষে তাহাদিগের দ্বারা নিহত হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে (১৭৪৮ খ্রীঃঅব্দে) নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ উড়িষ্যার অত্যাচারকারী বর্গীদিগের

শাসনভার স্বীয় সেনাপতি মীরজাফরের উপর ন্যস্ত করেন। ব্যসনাসক্ত মীরজাফর সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং তথায় কয়েক দিবস আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিয়া দস্যুদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে বর্দ্ধমানে পলায়ন করেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর আতাউল্লা খাঁ সেনানায়ক হইয়া শত্রুদিগকে যুদ্ধে পরাভব করেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বর্গীদিগকে দেশবহিষ্কৃত করণাভি-প্রায়ে তাহাদিগের সহিত উপর্য্যুপরি যুদ্ধ করেন এবং অনেকবার জয়লাভও করেন, কিন্তু এই সকল সংগ্রামে বহুল অর্থব্যয়, অবিশ্রান্ত শোণিত-পাত এবং প্রজাপুঞ্জের দুরবস্থার একশেষ হয় বলিয়া সুধীর প্রজাহিতৈষী নবাব বঙ্গদেশ এবং রাজ্যের অন্যান্য অংশ নিরুপদ্রব করা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়া ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে বর্গী-দিগের হস্তে উৎকল সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। এস্থানে বলা আবশ্যক যে, মনিরুদ্দিন খাঁর কটকের সুবেদারী পদে নিয়োগ ইতিহাসে উল্লেখ নাই বলিয়া কেহ কেহ ইহার যাথার্থ্য বিষয়ে সন্দেহ করেন।

এইরূপে রামচরণদেব পরলোক গমন করিলে পর বিত্তাভাবপ্রযুক্ত তাঁহার বিধবা পত্নী, তিনটী অবগণ্ড পুত্র এবং পাঁচটী শৈশবা কন্যা লইয়া কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গোবিন্দপুরস্থ বাটী ভাগিরথীর গর্ভস্থ হইলে তিনি সূতানুটীর অন্তর্গত শোভাবাজারে আসিয়া বাস করেন এবং আয়ের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাঁহার তিনটী পুত্র, রামসুন্দর, মাণিকচন্দ্র এবং নবকৃষ্ণকে রীতিমত শিক্ষা প্রদান করিতে ক্রুটী করেন নাই। রামসুন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর, পঞ্চকোট এবং অন্যান্য স্থানের দেওয়ান হইয়া পরিবারদিগের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে এই পরিবারের সৌভাগ্যরবি পুনরুদয় হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রামচরণের মৃত্যুর পর এবং রামসুন্দরের দেওয়ানীর অগ্রে ইহাঁরা এত নিঃস্ব হইয়া পড়েন যে, কনিষ্ঠা ভগিনীকে আনন্দরাম দাস নামক জনৈক মৌলিক পাত্রে সম্প্রদান করিতে বাধ্য হন। মৌলিক কায়স্থের কন্যার সহিত মৌলিক পাত্রের উদ্বাহ সমাজে বিশেষ নিন্দনীয়, এজন্য কেহ কেহ

এরূপ মনে করেন যে, নবকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত এবং ধনাঢ্য লোক ছিলেন না; কিন্তু একথা আমরা স্বীকার করিতে পারিলাম না, কারণ বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে যে, অনেকে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অধিক বেতনের রাজ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সসম্ভ্রমে কালাতিপাত করিতেছিলেন হঠাৎ তাঁহাদের মৃত্যু হওয়ায় প্রকাশ হইল যে, তাঁহারা কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, বরং কেহ কেহ ঋণগ্রস্ত ছিলেন। সে যাহা হউক রামচরণের নিধনের পর এবং নবকৃষ্ণের উন্নতির পূর্ব্বে যে এই পরিবারের অর্থ স্বচ্ছলতা ছিল না, এবিষয়ে মতান্তর নাই।

দেওয়ান রামচরণের কনিষ্ঠ পুত্র নবকৃষ্ণ ১১৩৯ বঙ্গাব্দে (১৭৩২ খ্রীঃ অব্দে) গোবিন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় গুণবতী জননীর প্রযত্নে এবং স্বাভাবিক মেধার বলে তিনি অল্পকালের মধ্যেই পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন; এবং তদ্ব্যতীত বাঙ্গালা, উর্দ্দু, আর্ব্বি এবং ইংরাজীভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ষোড়শবৎসর বয়ঃক্রমের সময় হইতেই তাঁহার বুদ্ধিপ্রাখর্য্য, বিদ্যা, সুচতু-

রতা, শিষ্টকারিতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণগ্রামের সৌরভ ক্রমে ক্রমে প্রচার হইতে লাগিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের রথস্ চাইল্ড এবং বোম্বাই নগরের স্যার জেমসেটজী জিজী ভাই সাহেবের ন্যায় কলিকাতায় একজন ধনাঢ্য লোক বাস করিতেন। তাঁহার নাম নকুধর; নূতন বাজার তাঁহার আবাসস্থান ছিল। তিনি বিপুল বিত্তের অধিকারী হইয়াও সামান্যরূপ অশনবসন দ্বারা কালাতিপাত করিতেন। তাঁহার পুত্রসন্তান না থাকায় একমাত্র দুহিতাই তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী হয়েন। তাঁহার দৌহিত্র সুখময় রায় অনেক সদ্ব্যয় করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। নকুধরের এরূপ ধনগৌরব ছিল যে, কোন সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহার নিকট দশ লক্ষ টাকা কর্জ্জ চাহিলে তিনি অধমর্ণদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের মোহর কি সিক্কা টাকার আবশ্যক। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি আবশ্যকমত তাঁহার নিকট টাকা কর্জ্জ করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের নিকট তাঁহার বিশেষ সম্ভ্রম ছিল। নবকৃষ্ণ এই ধনকুবেরের নিকট চাকরির উমেদারী

করায়, তিনি ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন।

১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে নবকৃষ্ণ ওয়ারেন হেষ্টিংসের পারস্যভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন, এবং এই সময় হইতেই তাঁহার অভাবনীয় সৌভাগ্যমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। হেষ্টিংস এই সময়ে কোম্পানির একজন কেরাণী হইয়া কলিকাতায় উপনীত হন, এবং নবকৃষ্ণের সমবয়স্ক বিধায় তাঁহাদের পরস্পর বিশেষ সম্প্রীতি জন্মে। ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি মুরশিদাবাদের অন্তঃর্গত কাশিমবাজারের কুঠীতে প্রেরিত হইলে নবকৃষ্ণ তাঁহার সমভিব্যাহারী হন এবং তথায় অবস্থিতি সময়ে পারস্যভাষায় আরও পরিপক্কতা লাভ করেন।

১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের এপ্রেল মাসে সুপ্রসিদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ লোকান্তর গমন করিলে, তাঁহার নিষ্ঠুর অপরিণামদর্শী ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত এবং কুক্রিয়াম্বিত দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। দুর্ব্বৃত্ত সিরাজ সুবেদার হইবার পরেই স্বীয় খুল্লতাত ঢাকার নবাব নিমাইস মহামুদের বিধবা পত্নীকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার

বিপুল বিত্ত অপহরণের অভিসন্ধি করিয়া তথায় অনেক অনুচর প্রেরণ করেন; বেগমের রক্ষিরা নবাবের ভৃত্যদিগকে দর্শন করিবামাত্র পলায়ন করিয়াছিল সুতরাং তাঁহার সর্ব্বস্ব সহজেই মুরশিদাবাদে আনীত হয়। ইহার পর অর্থপিশাচ সিরাজ, রাজা রাজবল্লভ সেনের সর্ব্বনাশ করিবার সঙ্কল্প করেন। রাজবল্লভ নিমাইস মহামুদের সহকারী থাকিয়া সেই অরাজকতার সময়ে প্রজাপীড়ন করিয়া লক্ষ্মীমন্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর চরম সময়ে রাজকার্য্যোপলক্ষে মুরশিদাবাদে গমন করিলে বৃদ্ধ নবাবের অনভিমতে অত্যাচারী সিরাজ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন এবং এক্ষণে তাঁহার ঢাকার সম্পত্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার মানসে তথায় সৈন্য পাঠাইয়া দেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ এই সম্বাদ অগ্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং নবাবের ভৃত্যেরা ঢাকায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে পুরুষোত্তমে তীর্থযাত্রা করিবার ভাণ করিয়া পরিজনবর্গ এবং বিত্তজাত সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণে কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং কোম্পানির শাসনকর্ত্তা ড্রেক সাহেবের নিকট আশ্রয়-

প্রার্থী হইলে তিনি তাঁহাকে তথায় বাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন। দুরিষ্ট সিরাজ এই সম্বাদে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং কৃষ্ণবল্লভকে অবিলম্বে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ ড্রেক সাহেবের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূতের নিকট কোন লিখিত রাজাদেশ না থাকায় ড্রেক সাহেব তাঁহাকে কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

এই সময়ে ইউরোপে ইংরাজ এবং ফরাশিশ জাতির মধ্যে সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবার উপক্রম হয়। তৎকালে চন্দননগরস্থ ফরাশিশদিগের সৈন্য-সংখ্যা দশগুণ অধিক থাকায় কলিকাতাস্থ ইংরাজেরা এই সম্বাদ প্রাপ্তে মহা ভীত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে সাবধান হওয়া একান্ত আবশ্যক বিবেচনায় তাঁহারা কলিকাতাস্থ দুর্গটীর সংস্কার আরম্ভ করিলেন। ইংরাজবিদ্বেষী সিরাজের এই বিষয়টী কর্ণগোচর হইলে, তাঁহার ক্রোধাগ্নি একেবারে জ্বলিয়া উঠিল এবং দুর্গটী ভূমিসাৎ ও অবিলম্বে কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ ড্রেক সাহেবকে অতি কটু ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন।

এই সময়ে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে একটী ষড়যন্ত্র হয়। সিরাজ সিংহাসনারূঢ় হইয়া তাঁহার মাতামহের পুরাতন, বিশ্বস্ত এবং সুযোগ্য অমাত্য, সেনাপতি, ভৃত্য প্রভৃতিকে পদচ্যুত এবং তাহাদের পরিবর্ত্তে অসচ্চরিত্র যুবকদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এই দুরাচারেরা নবাবকে দিন দিন বিবিধ লোমহর্ষণ কুক্রিয়াতে প্রলোভিত করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে দেশে স্ত্রীলোকের সতীত্ব এবং পুরুষের ধন, মান ও প্রাণরক্ষা হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিল। এই সকল দুর্ব্বিষহ অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যুর অতি অল্পদিন পূর্ব্বে পূর্ণিয়ার সুবেদার সাএদ মহাম্মদ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পুত্র সুকোতজঙ্গ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। সুকোতজঙ্গ সিরাজের খুল্লতাতপুত্র এবং দোষাংশে তাঁহাপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট ছিলেন না। ষড়যন্ত্রকারীরা সুকোতজঙ্গকে বাঙ্গালা এবং বিহারের সুবেদার করিবার সঙ্কল্প করিয়া ভরসা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শাসনে

প্রজাপুঞ্জের অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্ট হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা দিল্লীশ্বরের নিকট দূত প্রেরণ করেন। দূতের সমভিব্যাহারে যে পত্র প্রেরিত হয়, তাহাতে সুকোতজঙ্গকে বঙ্গদেশ, বিহার এবং উৎকলের সুবেদারি পদের সনন্দ প্রদানের প্রার্থনা এবং সম্রাটের ধনাগারে রাজস্ব স্বরূপ বার্ষিক এক কোটী টাকা প্রেরণ করিবার অঙ্গীকার লিখিত ছিল। এই ষড়যন্ত্রটী পরিপক্কতা লাভ করিবার অগ্রে সিরাজউদ্দৌলা তাহা জানিতে পারিলেন এবং সুকোতজঙ্গের সর্ব্বনাশ করিবার মানসে বহু সৈন্য-সামন্ত সহ তৎক্ষণাৎ পূর্ণিয়াভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করি-লেন। তাঁহার সেনানী রাজমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, এমত সময়ে কলিকাতাস্থ ইংরাজ-দিগের শাসনকর্ত্তা ড্রেক সাহেবের প্রত্যুত্তর তাঁহার হস্তগত হইল। ড্রেক সাহেব স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত দুইটী আদেশই প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। পত্রিকা পাঠে নবাবের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না; তিনি অবিলম্বে শিবির ভঙ্গ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ইংরাজদিগের কাশিম-

বাজারস্থ কুঠী লুণ্ঠন করিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ এবং অন্যান্য ইংরাজদিগকে কারারুদ্ধ করেন। বিপদ বাগুরায় পতিত হইবার আশঙ্কায় নবকৃষ্ণ ইত্যগ্রে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন নিষ্কর্ম্মা থাকিতে হয় নাই।

কথিত আছে যে হেষ্টিংস্ কৌশলে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া কাশিমবাজারস্থ কৃষ্ণকান্ত নন্দীর আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথায় অতি গোপনভাবে কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া ছদ্মবেশে ফল্‌তায় আসিয়া উপনীত হন। পরে হেষ্টিংস্ প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে আরূঢ় হইলে প্রত্যুপকারের স্বরূপ তাঁহাকে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত বাহারবন্দ পরগণার মৌরুসী পাট্টা এবং তাঁহার পুত্র লোকনাথকে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। মহানুভবা শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী কৃষ্ণকান্ত নন্দীর প্রপৌত্রবধূ।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা একে অত্যন্ত অবিবেচক এবং নিষ্ঠুর, তাহাতে আবার ইংরাজদিগের চিরবিদ্বেষী। তিনি এক্ষণে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য এবং তদুপযুক্ত কামান লইয়া ইংরাজ-

দিগকে উৎসন্ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কলিকাতাভিমুখে আগমন করিতেছেন এবং পথিমধ্যে তাঁহাদের কাশিমবাজারের কুঠী লুণ্ঠন করিয়া তত্রত্য ইংরাজদিগকে বন্দী করিয়াছেন এই সম্বাদ শুনিয়া কলিকাতাস্থ ইংরাজদিগের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। তাঁহারা বারম্বার অনুনয় বাক্যে নবাবকে সংগ্রামে বিরত হইবার জন্য পত্র লিখিতে লাগিলেন এবং অনেক অর্থও দিতে চাহিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া এবং পত্রের উত্তর না দিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই আসন্ন বিপদের সময় ইংরাজেরা হতাশ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; এমত সময়ে আশা আসিয়া তাঁহাদিগকে সাহস প্রদান করিল। সিরাজের অত্যাচারে অস্থির হইয়া মহারাজা রাজবল্লভ প্রভৃতি নবাবের প্রধান প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারিরা জনৈক বিশ্বস্ত হিন্দু বাহকের দ্বারা ড্রেক সাহেবকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহারা ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন এবং এই কথা বলিয়া দেন যে, পত্রখানি কোন বিশ্বস্ত হিন্দু

মুন্সীর দ্বারা পাঠ করাইয়া তাঁহারই দ্বারা উহার উত্তর লেখান। এই সময়ে তোজাউদ্দীন খাঁ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুন্সী ছিলেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করা অনুচিত বিবেচনায় ড্রেক সাহেব পূর্ব্বপরিচিত নবকৃষ্ণকে ডাকাইয়া পাঠা-ইলেন এবং তাঁহাকে মুরশিদাবাদ হইতে আগত পত্রিকাখানি পাঠ ও তাহার উত্তর লিখিবার ভার প্রদান করিলেন। নবকৃষ্ণ এই কার্য্যটী এমত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, ড্রেক সাহেব তাঁহার প্রতি মহা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান এবং তোজা-উদ্দিনের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ষাইট টাকা বেতনে কোম্পানির মুন্সীগিরি পদে নিযুক্ত করেন। এই জন্য রাজোপাধিতে ভূষিত হইবার অগ্রে লোকে তাঁহাকে "নবু মুন্সী" কহিত।

১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই জুন দুর্ব্বৃত্ত সিরাজ-উদ্দৌলা কলিকাতার উপনগরে আসিয়া উপনীত হন। সৈন্যের সম্পূর্ণ অসমতা সত্ত্বেও ইংরাজেরা যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া অবশেষে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন এবং রক্ষা পাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া কম্পান্বিতকলেবরে স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া

অধিকাংশ ইংরাজ নৌকারোহণে পলায়ন করেন। শাসনকর্ত্তা ড্রেক সাহেবও সাহসহীন হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পরিশেষে অন্তর্হিত হন। ১৪৬ জন মাত্র ইংরাজ হলওয়েল সাহেবকে অধিনায়ক করত সাহসের উপর নির্ভর করিয়া দুর্গে রহিলেন। ২০শে জুন নবাবের সৈন্যেরা কেল্লা অধিকার করিলে পর তিনি চৌপালারোহণে ঐ দিবস অপরাহ্ণের সময় তাহাতে প্রবেশ করিয়া দুর্গপ্রাঙ্গনে দরবার করেন। কোম্পানির শাসন-কর্ত্তা হলওয়েল সাহেব বন্দিদশায় তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে তিনি তাঁহার বন্ধনমোচনের অনুমতি দেন। তদনন্তর কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলে তিনি তাঁহাকেও মার্জ্জনা করেন, এবং একটী সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রদান করেন। অতঃপর স্বীয় সেনাপতি মাণিকচাঁদের উপর ১৪৬ জন ইংরাজ বন্দীকে কারারুদ্ধ করিবার এবং দুর্গের কর্ত্তৃত্বের ভার ন্যস্ত করিয়া সন্ধ্যার সময় নবাব সাহেব উপনগরস্থ শিবিরে প্রত্যাগমন করেন। অষ্টাদশ ফুট দীর্ঘে এবং চতুর্দ্দশ ফুট প্রস্থে দুইটী ক্ষুদ্র বাতায়নবিশিষ্ট দুর্গের একটী কারাগৃহে হলওয়েল

প্রভৃতি উপরোক্ত ১৪৬ জন ইংরাজকে মাণিকচাঁদ আবদ্ধ করিয়া রাখেন। একে জুন মাসের নিদাঘ রজনী তাহাতে একটী সংকীর্ণ গৃহে বহুসংখ্যক্ লোক অবরুদ্ধ! সুতরাং পিপাসায় এবং নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া বন্দিগণের মধ্যে ১২৩ জন প্রাণত্যাগ করেন; অবশিষ্ট ২৩ জন অনেক কষ্টে রক্ষা পান। ইহাকেই "ব্ল্যাক্ হোল ম্যাসেকার" বা "অন্ধকূপ হত্যা" বলে। যে দুর্গে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা লালদিঘীর মরুৎ কোণে স্থিত। এক্ষণে এই স্থানে পারমিট, ডাক-ঘর প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় নির্ম্মিত হই-য়াছে। এই সময়ে নবাব কলিকাতার আলিনগর নাম দেন এবং কয়েক দিবস শিবিরে অতিবাহন করিয়া মুরশিদাবাদে পুনর্যাত্রা করেন। প্রতিগমন-কালে ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক চুঁচুড়ার ওলন্দাজ এবং চন্দননগরের ফরাশিশদিগের নিকট হইতে অনেক অর্থ গ্রহণ এবং দিনেমারদিগকে শ্রীরামপুরে উপ-নিবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া যান।

মান্দ্রাজস্থ ইংরাজেরা এই শোকাবহ সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া রণপোত সুসজ্জিত করিয়া কর্ণেল

ক্লাইভ এবং এডমিরাল ওয়াটসন সাহেবকে সসৈন্যে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। রণপণ্ডিত ক্লাইভ অনায়াসে কলিকাতা পুনরধিকার করিয়া সিরাজের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করেন।

মুন্সীগিরি কার্য্যে নবকৃষ্ণ এতাদৃশ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, মুন্সী দপ্তরের কার্য্য ব্যতীত ক্লাইভ সাহেব তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দুরূহ দৌত্য কার্য্যেরও ভার প্রদান করিতেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা যখন হালসী বাগানে উমিচাঁদের উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তখন উপঢৌকন-সহ মুন্সী নবকৃষ্ণ সন্ধিপ্রার্থনায় তাঁহার নিকট দূতের স্বরূপ প্রেরিত হন। সুচতুর নবকৃষ্ণ প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় প্রভুকে নবাবের শিবিরের এবং সেনা-নীর যে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতেই সাহসী হইয়া ক্লাইভ পরদিন প্রত্যুষে (যখন দিঙ্-মণ্ডল নিবিড় কুজ্ঝটিকায় আবৃত ছিল) শত্রু-দিগকে আক্রমণ করেন। ক্লাইভের এই অসাধারণ বীরত্ব দর্শনে নবাব ভীত হইয়া ৯ই ফেব্রুয়ারি

ইংরাজদিগের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বের সমস্ত ক্ষমতা এবং সত্ত্ব পুনঃপ্রদানের, তাঁহাদের বাণিজ্য-দ্রব্য বিনা মাশুলে যাতায়াতের, কলিকাতায় গড়বন্দির এবং টাকশালা নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করেন; এতদ্ব্যতীত নবাব ইংরাজদিগের যে সকল দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিতে ও যে সকল দ্রব্য অপচয় করিয়াছিলেন তাহার মূল্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। এই নিয়মানুসারে ক্লাইভ বর্ত্তমান দুর্গটী এবং টাকশালা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। যে বাটীতে এক্ষণে ইষ্টাম্প এবং এষ্টেসনরি অফিষ আছে, সেই বাটীতে প্রথমে টাকশালা ছিল, ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১৯এ আগষ্ট তারিখে ইংরাজী মুদ্রা প্রথম অঙ্কিত হয়।

সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায়, যাঁহারা পূর্ব্ব বৎসর তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পুনরায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ক্লাইভের অসামান্য বীরত্ব দর্শনে সাহসী হইয়া জগৎ সেট, মীর জাফর,

উমিচাঁদ এবং খোজা ওয়াজিদ তাঁহাকে সসৈন্যে মুরশিদাবাদে আগমনের আহ্বান এবং দুর্ব্বৃত্ত সিরাজকে দূরীকরণ করিয়া মীর জাফরকে সুবেদারি প্রদানের অনুরোধ করেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের এপ্রেল মাসে এই পত্রখানি অতি গোপনে ইংরাজদিগের মুরশিদাবাদের উকিল ওয়াটস্ সাহেবের যোগে কলিকাতায় প্রেরিত হয়। মাসদ্বয় ব্যাপিয়া এই ষড়যন্ত্রঘটিত লেখালিখি চলিয়াছিল। কলিকাতাস্থ সভার ভীরুস্বভাব সভ্যেরা প্রথমে এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হয়েন নাই, কিন্তু তেজঃপুঞ্জ ক্লাইভ ভিন্নমতাবলম্বী হওয়ায় পরিশেষে তাঁহারই অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য হইয়াছিল। এই সময়ে নবকৃষ্ণ কোম্পানির মুন্সী ছিলেন; সুতরাং ক্লাইভের পক্ষীয় সমস্ত লেখাপড়া তাঁহারই দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রঘটিত সমস্ত বিষয় স্থিরীকৃত হইলে পর, ক্লাইভ নবাবকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন, যে তিনি ইংরাজদিগের প্রতি উপর্যুপরি অন্যায়াচরণ করিয়াছেন, ক্ষতিপূরণের যে টাকা দিতে অঙ্গীকার [illegible] তাহাও দেন নাই এবং ইংরাজদিগকে

বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্করণ জন্য ফরাশিশদিগকে আহ্বান করিয়া সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন; অতএব তিনি স্বয়ং মুরশিদাবাদের দরবারে গমন-পূর্ব্বক রাজধানীর প্রধান কর্ম্মচারীদের উপর এই বিষয়ের মীমাংসার ভারার্পণ করিবেন। এই পত্রিকা পাঠে, বিশেষতঃ ক্লাইভ স্বয়ং মুরশিদাবাদে আসিতেছেন শুনিয়া নবাব মহা শঙ্কিত হইলেন এবং সৈন্য সামন্ত লইয়া পলা-শিতে যাত্রা করিলেন। ২৩শে জুন ক্লাইভও সসৈন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মীরমদন এবং মোহনলাল, নবাবের পক্ষে সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। মীরজাফর এপর্য্যন্ত কিছুই করেন নাই। মীর-মদন হত হইলে পর সিরাজ স্বীয় শিরস্ত্রাণ মীর-জাফরের চরণে নিক্ষেপ করিয়া কম্পান্বিতকলে-বরে ও অতি বিনীতভাবে সেই আসন্ন বিপদের সময় তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মীর-জাফরের পরামর্শানুসারে সে দিবস যুদ্ধে বিরত হইয়া পরদিবস ব্যূহরচনাপূর্ব্বক সংগ্রাম করা স্থিরীকৃত হইলে সৈনিকেরা সাহসহীন হইয়া

শার্দ্দূলাক্রান্ত মেষপালের ন্যায় নানাদিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল সুতরাং ক্লাইভ সহজেই রণজয়ী হইলেন। সিরাজউদ্দৌলা উষ্ট্রারোহণে দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া পরদিবস প্রাতঃ-কালে মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। রাজ-ধানীতে উপনীত হইয়া তিনি অমাত্য, সেনাপতি প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু কেহই এমন কি তাঁহার নিজের শ্বশুর পর্য্যন্তও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। সিরাজ এক্ষণে তাঁহার আসন্ন বিপদের পূর্ণাবয়ব স্পষ্টরূপে উপ-লব্ধি করিলেন এবং তথায় অবস্থিতি করিলে আর নিস্তার নাই ভাবিয়া দ্বিপ্রহরা ঘোরা তামসী রজনীতে—যখন প্রকৃতিদেবী গাঢ়নিদ্রায় অভিভূতা—স্বীয় সহধর্ম্মিণী, কয়েক জন ভৃত্য এবং যথেষ্ট বিত্ত লইয়া আবৃত শকটারোহণে অমরপুরসদৃশ সুশোভিত রাজভবন হইতে অশ্রু-পূর্ণনয়নে কম্পান্বিতকলেবরে এবং নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে তস্করের ন্যায় পলায়ন করেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় ভগবানগোলায় পৌঁছিয়া তথা হইতে নৌকারোহণে ফরাশিশ সেনাপতি

লা সাহেবের সহিত মিলিত হইবার আশায় উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে পলাসীর যুদ্ধ সমাপনান্তে মীরজাফর ক্লাইভের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইংরাজদিগের জয়-লাভের জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিলে পর উভয়ে একত্রে মুরশিদাবাদে যাত্রা করিলেন। তথায় পোঁছিয়া মীরজাফর রাজবাটী প্রবেশ করিলেন। দিবসচতুষ্টয়ান্তে একটী দরবার হইল, তাহাতে রাজধানীর প্রধান অধিবাসী ও রাজকর্ম্মচারীরা সমাগত হইলে কর্ণেল ক্লাইভ স্বস্থান হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মীরজাফরের হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া বঙ্গ, বিহার এবং উৎকলের সুবেদার বলিয়া সেলাম করিলেন। দরবার ভঙ্গ হওনানন্তর ওয়ালস্, ওয়াটস্ ও লসিংটন সাহেব এবং দেওয়ান রামচাঁদ রায় ও মুন্সী নবকৃষ্ণ দেব ইংরাজদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ ধনাগার তত্ত্বাবধারণ করিতে গমন করেন; কিন্তু ইহাতে দুই কোটী টাকার অধিক ছিল না। এই টাকা ক্লাইভ প্রভৃতি বিভাগ করিয়া লন, কিন্তু তাৎকালিক ইতিহাস-

বেত্তারা লিখিয়াছেন যে উপরোক্ত ধনাগার ব্যতীত সিরাজের অন্তঃপুরে আর একটী স্বতন্ত্র ধনাগার ছিল, তাহাতে প্রায় আটকোটী টাকা মূল্যের স্বর্ণ রৌপ্য এবং রত্ন গুপ্তভাবে সংরক্ষিত ছিল। এই বিপুল বিত্ত মীরজাফর, আমীরবেগখাঁ, রামচাঁদ এবং নবকৃষ্ণ বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এই-রূপে নবকৃষ্ণ সদ্যই ক্রোরপতি হইলেন।

যে পলাশীর যুদ্ধে বঙ্গদেশ মুসলমান অরা-জকতার কঠিন হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া সুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনাধীন হয়, সেই যুদ্ধ এবং শারদীয় পূজার মধ্যে অতি অল্প সময় অর্থাৎ মাসত্রয় মাত্র ব্যবধান ছিল। এই অল্প সময় মধ্যেই নবকৃষ্ণ পূজার দালান নির্ম্মাণ করাইয়া মহা-সমারোহে দুর্গোৎসব করেন। এই মহোৎসবে মুরশিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নগর হইতে নর্ত্তকী আসিয়াছিল এবং কৃষ্ণ-নবমীর রাত্রি হইতে পক্ষ ব্যাপিয়া নৃত্যগীতাদি হয়। অদ্যাবধি এই দুর্গোৎ-সব তদালয়ে তাঁহার পৌত্র প্রপৌত্রদিগের দ্বারা এক প্রকার সম্পন্ন হইতেছে। এই উৎসবে কর্ণেল ক্লাইভ এবং এই নগরের সমগ্র ইংরাজ অধিবাসীরা

নবকৃষ্ণের ভবনে সমাগত হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করেন। এই নাচ্ ইংরাজদিগের মাঙ্গলিক বলিয়া অনেক নবাগত ইংরাজ এখন পর্য্যন্তও শোভাবাজারের রাজবাটীর নাচ্ দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। গুড়ার চৈত্র-রাস, খড়দহের ফুলদোল, মাহেশের স্নানযাত্রা এবং বল্লভপুরের রথের ন্যায় ইহা একপ্রকার মেলা-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্যই বোধ হয় কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইহার আভ্যন্তরিক অনেক দোষ দেখিয়াও এই পৈতৃকক্রিয়া রহিত করিতে অনিচ্ছুক। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে এই নাচের একবার বিরাম হয়, কিন্তু পর বৎসর সিপাহী-বিদ্রোহ শান্তির পর পুনরায় অতিশয় সমারোহে ইহা সম্পন্ন হইয়াছিল। এই মহোৎসব উপলক্ষে নাগরিক প্রধান সম্বাদপত্রিকা ইংলিসম্যানের সম্পাদক এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন যে ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর নবকৃষ্ণ যে ভবনে রবার্ট ক্লাইভ এবং কলিকাতাস্থ অন্যান্য ইংরাজ-দিগকে অভ্যর্থনা করেন, সেই ভবনে তাঁহার পৌত্রেরা ক্লাইভের সমকালীন ইংরাজদিগের

পৌত্রদিগকে সিপাহী-বিদ্রোহ শান্তির পর অভ্যর্থনা করায় উভয়পক্ষই পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে অত্যন্ত গৌরবান্বিত মনে করিয়াছেন।

মীরজাফর সুবেদার হইলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বেই দৃষ্ট হইল যে, তিনি ওরূপ গুরুতর কার্য্যের যোগ্য নহেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, রিপুপরায়ণ এবং পরধনলোলুপ ছিলেন। প্রধান উজির রাজা রায়দুর্ল্লভ, বেহারের সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণ, মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তা রাজা রামসিংহ প্রভৃতির সহিত শীঘ্রই তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। সদ্বিবেচক এবং রণপণ্ডিত ক্লাইভ ক্রমে ক্রমে ছলে, বলে ও কৌশলে এই সকল গোলযোগের নিরাকরণ করেন; কিন্তু কয়েক বৎসরের সাতিশয় পরিশ্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় বিশ্রাম করণাভিলাষে ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিপুল অর্থ এবং অতুল সম্মানের সহিত তিনি স্বদেশে যাত্রা করেন। কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্য ভান্‌সীটার্ট সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে কোম্পানির

শাসনকর্ত্তা হইলেন। ক্লাইভের ন্যায় ভান্‌সীটার্ট সাহেবের যোগ্যতা এবং তেজস্বীতা ছিল না সুতরাং মীরজাফরের অবিবেচনা এবং অবিমৃষ্যকারিতা দোষে ও কোম্পানির ভৃত্যদিগের স্বেচ্ছাচারিতায় নবরাজ্যে যে সকল গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহা নিবারণে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েন নাই। মীরকাশিম নামে মীরজাফরের একজন সুযোগ্য জামাতা ছিলেন। তিনি দূতস্বরূপ দুইবার কলিকাতায় প্রেরিত হইলে ইংরাজদিগের শাসনকর্ত্তা এবং কাউন্সিলের সভ্যেরা দেখিলেন, যে তিনিই সুবেদারী পদের সম্পূর্ণ যোগ্য; এই হেতু তাঁহাকে সহকারী সুবেদারী পদে নিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা মীরজাফরকে অনুরোধ করেন কিন্তু মীরজাফর এই প্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে ভান্‌সীটার্ট এবং হেষ্টিংস সাহেব সসৈন্য মুরশিদাবাদে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন করিলে তিনি সুবেদারী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন এবং মীরকাশিম তাঁহার পরিবর্ত্তে নবাব হন। এই অনুগ্রহের জন্য মীরকাশিম কলিকাতাস্থ কাউন্সিলকে বিংশতি

লক্ষ টাকা প্রদান ও কোম্পানিকে মেদিনীপুর বর্দ্ধমান এবং চট্টগ্রাম এই তিনটী প্রদেশ অর্পণ করেন।

১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে শুল্ক লইয়া এবং অন্যান্য কারণে ইংরাজদিগের সহিত মীরকাশিমের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে মেজর এডামস সেনাপতিত্ব গ্রহণপুর্ব্বক তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে পরাভব করেন। নবকৃষ্ণ সেনাপতির সহগমন করেন। সংগ্রামাগ্নি নির্ব্বাণের পর মেজর সাহেব পীড়িত হইলে নবকৃষ্ণের উপর তাঁহার তত্ত্বাবধারণ এবং কলিকাতায় প্রত্যানয়নের ভার অর্পিত হয়। এই সময়ে মীরজাফরকে পুনর্ব্বার সুবেদার করা হয়; কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি পরলোক গমন করেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র নুজামুদ্দৌলা বহু ব্যয়ে কলিকাতার রাজসভাসদগণ কর্ত্তৃক নবাবের পদে অভিষিক্ত হন।

কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগের অন্যায়াচরণে বঙ্গদেশে অনেক গোলযোগ, মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ এবং পাটনার হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিয়া বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন এবং ক্লাইভ

(এক্ষণে লাট ক্লাইভ) ব্যতীত অন্য কেহ সেই গোলযোগের সময় নবরাজ্যে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন না বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে যাত্রা করিতে অনুরোধ করেন। ক্লাইভ সম্মত হইলে তাঁহাকে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা এবং প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করা হইল। ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের ৩ রা মে ক্লাইভ কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হন।

জুন মাসে লাট ক্লাইভ এলাহাবাদে যাত্রা করেন এবং মুন্সী নবকৃষ্ণ তাঁহার সহগামী হন। দিল্লীর বাদসাহ সাহআলম এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দিনের সহিত তাঁহার যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে নবকৃষ্ণ দৌত্য কার্য্যে ব্রতী হন এবং সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ১২ই আগষ্ট তারিখে বাদসাহ বার্ষিক ষড়বিংশতি লক্ষ টাকা রাজস্ব রাখিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি স্বরূপ লাট ক্লাইভকে বঙ্গদেশ, বিহার এবং উৎকলের দেওয়ানির সনন্দ প্রদান করেন, সুতরাং মুরশিদাবাদের নবাব এক্ষণে কেবল নামে সুবেদার রহিলেন।

ইহার পর লাট ক্লাইভ নবকৃষ্ণের উপর মহা-রাজা বলবন্তসিংহের সহিত কাশির এবং রাজা সিতাব রায়ের সহিত বিহারের বন্দোবস্ত করিবার ভারার্পণ করিলে তিনি তাহাও অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করেন। এই সকল দুরূহ কার্য্য নবকৃষ্ণের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হওয়ায়, লাট সাহেব তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে তাঁহাকে প্রথমে "রাজা বাহাদুর" এবং আর কিছুদিন পরে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধির সনন্দ আনাইয়া দেন এবং কোম্পানির বঙ্গদেশ, বিহার ও উৎকলের দেওয়ানির রাজনৈতিক মুৎ-সুদ্দির পদে নিযুক্ত করেন। "মহারাজা বাহাদুর" উপাধির সনন্দ এবং খেলাৎ প্রদানোপলক্ষে লাট সাহেব কলিকাতায় যে দরবার করেন তাহাতে কলিকাতাস্থ সমস্ত ইংরাজ সমাগত হয়েন। শাসনকর্ত্তা কোম্পানির প্রতিনিধিস্বরূপ মহারাজা নবকৃষ্ণকে একটী স্বর্ণপদক, মূল্যবান পরিচ্ছদ তরবারি, চর্ম্মফলক এবং মুক্তাদি বহুমূল্য রত্ন প্রদান করেন। দরবার সমাপনান্তে লাট সাহেব স্বয়ং তাঁহাকে সুসজ্জিত হস্তির উপর রৌপ্য

হাওদায় আরোহণ করাইয়া দেন। নবকৃষ্ণ বিবাহের বরের ন্যায় মহাসমারোহে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য, তুর্যাজীব, আশাবরদার প্রভৃতি গজানুগামী হয় এবং রাজবর্ত্মে লোকারণ্য হইয়াছিল।

নবকৃষ্ণের উপর মুন্সী দপ্তর ব্যতীত, আরজবেগী দপ্তর, জাতিমালা কাছারি, ধনাগার, ২৪ পরগণার মাল আদালত এবং তহশীল দপ্তরের ভার ছিল। তিনি নিজালয়ে বসিয়া এই সকল কার্য্য করিতেন, এবং সৈনিকপুরুষেরা তাঁহার দ্বার রক্ষা করিত। রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের দুই পার্শ্বে যে সুদীর্ঘ অট্টালিকা-শ্রেণী দর্শকদিগের নয়ন পরিতৃপ্ত করে, তাহা নবকৃষ্ণ নির্ম্মাণ করান। দক্ষিণদিকস্থ ভবনে তাঁহার পুত্র পৌত্রাদির দ্বারা সময়ে সময়ে অনেক পরিবর্ত্তন এবং উন্নতি হইয়াছে।

কিঞ্চিদূন দুই বৎসরের মধ্যে লাট ক্লাইভ সদ্বিবেচনা, সুচতুরতা, সহিষ্ণুতা, রাজনীতিজ্ঞতা, তেজস্বিতা এবং রণকৌশলে নবরাজ্যে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন করিলেন, কিন্তু পরিশ্রমের আতিশয্য নিবন্ধন স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দের

ফেব্রুয়ারি মাসে স্বদেশে প্রতিগমন করেন। কাউন্সিলের সভ্য ভেরেলষ্ট সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু যোগ্যতা কল্পে তিনি ক্লাইভ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন; সুতরাং পুনর্ব্বার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, যদিও দিল্লীশ্বর লার্ট ক্লাইভকে ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গদেশ, বিহার এবং উৎকলের দেওয়ানী প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং মাল আদালত মুরশিদাবাদে ছিল। কোম্পানির ইংরাজ কর্ম্মচারিরা স্ব স্ব অর্থকরী ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকায়, রাজস্বঘটিত কোন কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই; সুতরাং এদেশীয় কর্ম্মচারিদিগের দ্বারাই মাল আদালতের সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইত। রাজা সিতাব রায় বিহারের দেওঁয়ান হইয়া পাটনায় কাছারি করিতেন এবং বঙ্গদেশের দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ মুরশিদাবাদে বসিয়া বঙ্গদেশের রাজস্বঘটিত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। উৎকল, দিল্লীর সম্রাটের প্রদত্ত দেওয়ানী সনন্দের অন্তর্গত ছিল বটে; কিন্তু ১৭৫৫

হইতে ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই প্রদেশটী মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন ছিল। প্রথমোক্ত বৎসরে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ বর্গীদিগের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উক্ত প্রদেশটী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, শেষোক্ত বর্ষের ১৮ই সেপ্টেম্বর লাট ওয়েলেসলী তাহাদিগকে দূরীকরণ-পূর্ব্বক উড়িষ্যাঞ্চল বঙ্গরাজ্যে পুনঃসংযুক্ত করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে অর্দ্ধ ইংরাজী এবং অর্দ্ধ নবাবী শাসনে অরাজকতা নিবন্ধন প্রজাপুঞ্জের কষ্টের পরিসীমা ছিল না, ইহার উপর আবার * "ছিয়াত্তর মন্বন্তর।"

নবকৃষ্ণের ধন মান এবং পদবৃদ্ধির সহিত শত্রুও বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার প্রতিযোগী মহারাজা নন্দকুমার গিউবাহাদুর এবং তাৎকালিক মেয়ার আদালতের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ (অল্ডারম্যান) উইলিয়ম বোলষ্ট সাহেবের কুমন্ত্রণায় রামনাথ দাস, রামসোণার ঘোষ প্রভৃতি নবকৃষ্ণের

* ১১৭৬ সালে (ইং ১৭৬৯।৭০) বঙ্গদেশে যে মহাভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল এবং যাহাতে দেশের তৃতীয়াংশ অধিবাসী অনাহারে অকালে প্রাণত্যাগ করে, তাহাকেই লোকে "ছিয়াত্তর মন্বন্তর" কহে।

নামে ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে উৎকোচ গ্রহণ, বলপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ এবং তাহাদিগের পরিবারের প্রতি বল-প্রকাশের অপরাধে অভিযোগ করে। একটী সিলেক্ট কমিটী নিযুক্ত হয় এবং তাৎকালিক নাগরিক জমীদার (মাজিষ্ট্রেট) চারলস্ ফ্লয়ার সাহেবের উপর ইহার তদন্তের ভারার্পণ হইলে তিনি বিশেষ অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন, যে নবকৃষ্ণকে সাধারণ্যে অপদস্থ এবং তাঁহার চরিত্রে দোষারোপ করিবার অভিসন্ধিতে এই অভিযোগ করা হইয়াছে; সুতরাং নবকৃষ্ণের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইল। উপরোক্ত বিশেষ সভা যে অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করেন তদনুসারে অভি-যোক্তাদিগের মধ্যে রামনাথ দাসকে কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত এবং রামসোণার ঘোষ প্রভৃতি অন্যান্য ফরিয়াদিকে বেত্রাঘাত করা হয়। ষড়যন্ত্র-কারীদ্বয়ের মধ্যে, উইলিয়ম বোলষ্ট বঙ্গদেশ পরি-ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করণের আদেশ প্রাপ্ত হন এবং মহারাজা নন্দকুমারকে উপদেশ দেওয়া হয় যে তিনি কেবল নিজ ভবনে অবস্থিতি করেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হন।

যে মনোহর বিডন উদ্যানে নির্ম্মল বায়ু সেবন করিয়া এই নগরবাসীরা এক্ষণে পরিতৃপ্ত হইতেছেন, তাহাই মহারাজ নন্দকুমারের প্রাসাদভূমি ছিল। "লঘুপাপে গুরুদণ্ড" হেতু নন্দকুমারের যে অতি শোচনীয় পরিণাম হয়, এই সময় হইতেই তাহার সূত্রপাত।

যেরূপ তরঙ্গমালা উত্থানের পর রত্নাকর শান্তভাব ধারণ করেন, যেরূপ প্রবল ঝটিকান্তে প্রকৃতি নিস্তব্ধা হন, যেরূপ দারুণ গ্রীষ্মের পর বারিবর্ষণ হয়; সেইরূপ মনুষ্য কোন অবস্থার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবার পর, সেই অবস্থার অবসান হয়। অরাজকতা এবং দুর্ভিক্ষে বঙ্গবাসীরা দুর্দ্দশার চরম সীমায় নীত হইয়াছিলেন, সুতরাং স্বভাবের অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে তাঁহাদের সেই শোচনীয় অবস্থার এক্ষণে পরিণামকাল উপস্থিত হইল।

১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইলে কোম্পানি স্বহস্তে রাজস্ববিভাগের কার্য্য গ্রহণ করিলেন এবং প্রতিজেলায় ইংরাজ কালেক্টর নিযুক্ত হইল। এ পর্য্যন্ত যে প্রণালীতে বঙ্গদেশ এবং বিহারের রাজকার্য্য

সম্পাদিত হইত তাহাতে যে কেবল প্রজাপুঞ্জের অনির্ব্বচনীয় কষ্ট হইতেছিল এমত নহে, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিও ক্ষতিগ্রস্ত হন সুতরাং বঙ্গরাজ্য তাঁহাদের পক্ষে একপ্রকার গলগ্রহস্বরূপ হইয়াছিল। এই শোচনীয় অবস্থার অপনোদন জন্য বিলাতের মহাসভা (পার্লিয়ামেণ্ট) ভারতবর্ষ শাসনের জন্য নূতন বন্দোবস্ত করিলেন।

যে সুশাসনাধীনে আমাদের ধন ও প্রাণ এক্ষণে তস্কর এবং দস্যুর হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, যে সুশাসনাধীনে আমরা সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নানা সত্বে সত্ববান্ হইয়াছি, যে সুশাসনাধীনে আমরা জেতৃজাতির সহিত অনেক বিষয়ে সমকক্ষতা লাভ করিয়াছি, যে সুশাসনাধীনে আমরা নানা সুখের অধিকারী হইয়া নিরুদ্বেগে কালাতিপাত করত পরাধীনতার কষ্ট একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছি এবং করভারাক্রান্ত না হইলে যে সুশাসনকে আমরা "রামরাজ্য" মনে করিতাম, ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে মহাসভার অনুগ্রহে সেই সুশাসনের সূত্রপাত হয়। এক্ষণে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা বার্ষিক আড়াইলক্ষ

টাকা বেতনে ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্ত্তা এবং "ফোর্টউয়িলিয়ম" নামক দুর্গের রক্ষক হইলেন। মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সী তাঁহার তত্ত্বাবধারণাধীন হইল এবং বার্ষিক অশীতি সহস্র টাকা বেতনে তাঁহার চারিজন মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে রাজধানীতে "সুপ্রীম-কোর্ট" নামে একটী প্রধানতম বিচারালয়ও সংস্থাপিত হয়। প্রধান প্রাড়্বিবাকের বার্ষিক অশীতি সহস্র টাকা এবং অপর তিন জন বিচার-পতির ষষ্টিসহস্র টাকা বেতন অবধারিত হয়। ইহাঁরা ইংলণ্ডেশ্বরের দ্বারা নিয়োজিত হইতেন এবং কোম্পানির অধীন ছিলেন না। ভারত-বর্ষের সমস্ত ইংরাজ এই ধর্ম্মাধিকরণের বিচারা-ধীন হইলেন। এই সময় হইতেই কোম্পানির ভৃত্যদিগের ব্যবসায় এবং উপঢৌকন গ্রহণ রহিত হইয়া গেল।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস ভারতবর্ষের প্রথম শাসনকর্ত্তা হইলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বল্প বেতনে কোম্পা-নির কেরাণী হইয়া কলিকাতায় উপনীত হইলে

নবকৃষ্ণ তাঁহার পারস্যভাষার শিক্ষক হয়েন। দ্বাবিংশতি বৎসরান্তে হেষ্টিংস ভারতবর্ষের সর্ব্ব-প্রধান পদারূঢ় হইয়া তাঁহার মুন্সী (নবকৃষ্ণ) মহারাজা বাহাদুর, হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং ক্রোরপতি হইয়াছেন দেখিয়া পরমপরিতোষ লাভ করিলেন। যে ত্রয়োদশ বৎসর তিনি ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, নবকৃষ্ণের প্রাদু-র্ভাবের পরিসীমা ছিল না। দেশের প্রায় সকল প্রধান লোকই তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন।

১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে মহামান্য ওয়ারেণ হেষ্টিংসের গবর্ণমেণ্ট নবকৃষ্ণকে নপাড়া প্রভৃতি গ্রামের বিনিময়ে সূতানুটীর তালুকদারী প্রদান করেন; তালুকদারীর সনন্দ প্রদত্ত হইবার অগ্রে নিমতলার দত্তচৌধুরী এবং কলিকাতার অন্যান্য পুরাতন অধিবাসীরা বাগবাজারনিবাসী দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়কে অধিনায়ক করিয়া গবর্ণ-মেণ্টে এই মর্ম্মে আপত্তি করেন যে মহারাজা নব-কৃষ্ণ বাহাদুর সহরের নূতন অধিবাসী, তাঁহারা তাঁহার অনেক দিন অগ্রে কলিকাতায় বসতি করিয়াছেন, তাঁহার প্রজা হইয়া থাকিতে হইলে তাঁহাদের

মানের লাঘব হইবে এবং এতদ্ব্যতীত তাঁহার দ্বারা প্রজাদিগের নিষ্পীড়ন হইবারও অনেক সম্ভাবনা। ইহাতে হেষ্টিংস মহোদয় নবকৃষ্ণকে সূতানুটী তালুকের পরিবর্ত্তে তদপেক্ষা একটী অধিক মূল্যের মফস্বলের জমিদারী প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু কোম্পানির অভিপ্রায় প্রচার হইয়াছে, এক্ষণে তালুক না পাইলে তাঁহাকে আপত্তিকারীদিগের নিকট খর্ব্ব হইতে হইবে ইত্যাদি আবদার করায় হেষ্টিংস বাহাদুর দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ২৮ শে এপ্রেল তারিখে মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরকে উপরোক্ত তালুকদারীর সনন্দ প্রদান করেন। এই সনন্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস এবং তাঁহার তিন জন সভাসদের স্বাক্ষর এবং কোম্পানির মোহর আছে। তালুক সূতানুটীর উত্তরসীমা—বাগবাজারের খাল, পূর্ব্বসীমা—অপার স্যারকিউলার রোড, পশ্চিম সীমা—ভাগীরথী এবং দক্ষিণ সীমা বড়বাজার রতন সরকারের গার্ডন ষ্ট্রীট। ইহার মধ্যে কয়েকটী ব্লক*

* ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দের ২৩ আইনানুসারে কলিকাতার ভূমির জরিপ হয়, এই জরিপের এক এক অংশকে ব্লক কহে।

গবর্ণমেণ্টের খাস আছে, অর্থাৎ কলিকাতার প্রায় তৃতীয়াংশ তালুক সূতানুটীর অন্তর্গত। যে যে নিয়মে উক্ত তালুক প্রদত্ত হয়, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

১। চৌকিদারী কর ব্যতীত ১২৩৭৮/১০ সিক্কা টাকা বার্ষিক রাজস্বস্বরূপ নিয়মিত সময়ে কোম্পানির ধনাগারে দাখিল করিতে হইবে।

২। তালুকে কৃষিকার্য্য * এবং সাধারণ শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে।

৩। এরূপে তালুকের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যে প্রজাদিগের এবং অপরাপর লোকের তাহাতে অসন্তোষ এবং ক্ষুণ্ণতার কারণ না থাকে।

৪। তালুকদারীর আমল মামুল রক্ষা করিয়া যথার্থ বিচার করিতে হইবে। কোন প্রজার নিকট অন্যায় করিয়া প্রাপ্য রাজস্বের অতিরিক্ত টাকা আদায় করা সপ্রমাণ হইলে, উহার তিনগুণ টাকা কোম্পনিকে দণ্ডস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে।

* তৎকালে কৃষ্ণবাগান, গোপীবাগান প্রভৃতি স্থানে কৃষিকার্য্য হইত।

প্রজাপীড়ন করা দূরে থাকুক, নবকৃষ্ণ এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিরা প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের জন্যও কখন কাঠিন্য প্রকাশ করেন নাই; ইহার এই ফল হয় যে নবকৃষ্ণের পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পর তাঁহার পুত্র এবং দত্তক পুত্রের সহিত অনেক বৎসর ব্যাপিয়া দায়ভাগঘটিত মোকর্দ্দমা এবং পরিশেষে তাঁহার পুত্রের বদান্যতায় সমানাংশে সম্পত্তি বিভক্ত হইলে পর অনেকে তামাদি আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এক্ষণে নবকৃষ্ণের উত্তরাধিকারিরা রাজস্বস্বরূপ অতি অল্প টাকা তালুকদারীতে প্রাপ্ত হন। অধিকাংশ প্রজাই বিনা সনন্দে নিষ্কর ভোগ করিতেছেন।

কলিকাতার প্রথম অধিবাসী বড়বাজারের সেট এবং বসাকেরা। ইহাঁরা হোগল বন কর্ত্তন করিয়া বাস করেন, এজন্য ইহাঁদিগকে "জঙ্গলকাটা বাসিন্দা" কহে। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সওদাগরি সময়ে ইহাঁদিগের অতুল মান ও সম্ভ্রম ছিল। ইহাঁরা জাতিতে তন্তুবায়। কথিত আছে যে ইহাঁদের সূতার নুটী হাটখোলা প্রভৃতি স্থানে রৌদ্রে শুকাইত, এজন্য এই সকল স্থান "সূতানুটী" নামে আখ্যাত। ইহাঁরা হুগলির সন্নিকটবর্ত্তী হলুদপুর

গ্রাম হইতে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। বর্ত্তমান দুর্গের জন্য উক্ত স্থান আবশ্যক হইলে, ইহাঁরা বড়বাজারে উঠিয়া আইসেন এবং জঙ্গল কর্ত্তন করিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ করেন। যাদবিন্দু সেট, বৈষ্ণবদাস সেট, শোভারাম বসাক, বৃন্দাবন বসাক এবং কৃষ্ণচরণ বসাক ইহাঁদের মধ্যে ধনশালী এবং প্রধান লোক ছিলেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজা ত্রিলোকচাঁদ বাহাদুর গতাসু হইলে পর তাঁহার বিস্তৃত জমিদারীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত না হওয়ায় ৮৭৪৭২৭ টাকা রাজস্ব বাকী পড়িয়াছিল। এই রাজস্ব না দিলে জমিদারী নীলামে বিক্রয় হইত, এজন্য হেষ্টিংস বাহাদুর ঐ টাকা কর্জ্জ দিবার জন্য নবকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে তিনি নাবালক মহারাজকুমার তেজচন্দ্রের অছি এবং তাঁহার জমিদারীর তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হন। অপ্রাপ্তব্যবহার তেজচন্দ্র নবকৃষ্ণের শোভাবাজারের ভবনে তিন বৎসর অবস্থিতি করেন। কেহ কেহ কহেন যে, নবকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানসময়ে কোম্পানির সহিত বর্দ্ধমানরাজের

জমিদারীর যে বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে তিনি কোম্পানির স্বার্থের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন এবং সেই উদ্দেশ্যসাধনাভিপ্রায়েই হেষ্টিংস মহোদয় তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। এক দিকে বঙ্গদেশের পুরাতন জমিদারদিগের নিঃস্বাবস্থা এবং অপর দিকে বৰ্দ্ধমানরাজের দৈনন্দিন সৌভাগ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উপরোক্ত বাক্যের অলীকতা সপ্রমাণ হইবে।

আমরা এপর্য্যন্ত নবকৃষ্ণের ক্রমশঃ রাজনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির বিষয়ই লিখিয়া আসিতেছি—তাঁহার পারিবারিক এবং সামাজিক অবস্থার কথা লিখিবার অবসর পাই নাই; এক্ষণে সেই সমস্ত বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

নবকৃষ্ণের প্রথম কার্য্য দুর্গোৎসব—ইহা সাত্বিক তামসিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক চতুর্ব্বিধ ছিল। কৃষ্ণনবমীর রজনীতে দেবীর বোধন আরম্ভ হইয়া তৎপর দিন হইতে শাস্ত্রজ্ঞ এবং আচারান্বিত পণ্ডিতগণের দ্বারা বিধিবৎ চণ্ডীপাঠ এবং মুক্তহস্তে ব্রাহ্মণ, দরিদ্র প্রভৃতিকে অর্থ, বস্ত্র, খাদ্যদ্রব্যাদি বিতরিত হইত। এই উৎসবে আত্মীয় স্বজন এবং

নাগরিক হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, আরমাণি, ইংরাজ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ এবং তাঁহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করা হইত। পক্ষকাল ব্যাপিয়া নৃত্যগীত বাদ্যাদির বিরাম ছিল না। এই শারদীয় উৎসবে প্রধান শাসনকর্ত্তা এবং অন্যান্য রাজপুরুষেরা উপস্থিত হইতেন।

নবকৃষ্ণের দ্বিতীয় কার্য্য দেবপ্রতিষ্ঠা—তিনি মহাসমারোহে স্বীয় ভবনে শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীউ নামে দুইটী দেববিগ্রহ স্থাপনা করেন এবং এই উপলক্ষে বল্লভপুরের রাধাবল্লভ জীউ, সাইমানার নন্দদুলাল, খড়দহের শ্যামসুন্দর, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন প্রভৃতি নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ দেববিগ্রহ আনয়ন এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহাদের সকলকে বহুমূল্যের অলঙ্কার প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত রাধাবল্লভ জীউর সেবার কারণ বল্লভপুর গ্রাম এবং নন্দদুলালের সেবার জন্য চারগ্রাম প্রদান করেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ দুইটীর আহ্নিক সেবা অধিক ব্যয়সাধ্য—ইহা ব্যতীত তিনি দোলযাত্রা জন্মাষ্টমী এবং চড়কেও বিস্তর ব্যয় করিতেন। . এই সকল

কার্য্য তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগের দ্বারা এখনও এক প্রকার সম্পন্ন হইতেছে।

নবকৃষ্ণের তৃতীয় কার্য্য জ্যেষ্ঠা কন্যার পরিণয়। এই উপলক্ষে তিনি নানাস্থান হইতে কুলীন ব্রাহ্মণ এবং কুলীন কায়স্থদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহাদের পদোচিত সম্মান রক্ষা করেন। তাৎকালিক বঙ্গদেশের তিন জন সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি, বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা ত্রিলোকচন্দ্র, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং রায় রেঁয়ে মহারাজা রাজবল্লভ রায়ও সভাস্থ হইয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গদেশে রাজবল্লভ নামে দুই ব্যক্তি প্রধান পদারূঢ় ছিলেন—একজন বৈদ্যজাতীয় রাজা রাজবল্লভ সেন, ইনি ঢাকার ডেপুটি গবর্ণর ছিলেন এবং ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে মীর কাশিমের দ্বারা নিহত হন। অন্যজন কায়স্থজাতীয় মহারাজা রাজবল্লভ রায়, ইনি প্রধান উজির রাজা রায় দুর্ল্লভের পুত্র, ইহাঁর আদিনিবাস রাজসাহী জিলান্তর্গত; আত্মাভিমান এবং গর্ব্বে ইনি স্বীয় প্রভু নবাব সাহেব অপেক্ষা বড় ন্যূন ছিলেন না। রাজস্ব

বিষয়ে ইহাঁর এতদূর আধিপত্য ছিল, যে খাজানা বাকি পড়িলে (অন্য জমিদারদিগের কথা দূরে থাকুক) বর্দ্ধমানের এবং নবদ্বীপের মহারাজাকেও নাতক করিয়া মুরশিদাবাদে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস শাসনকর্ত্তা হইলে রাজস্ববিভাগের ভার কোম্পানি স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন সুতরাং মুরশিদাবাদের রায় রেঁয়ের পদ উঠিয়া গেল। রাজবল্লভ বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাঁহার বিনা পরামর্শে বঙ্গদেশের রাজস্ববিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে চলিবে না বিবেচিত হইলে, তাঁহাকে গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যসভার অতিরিক্ত এবং অবৈতনিক সভ্যের পদে মনোনীত করা হয়।

এস্থলে মহারাজা রাজবল্লভের অহঙ্কারের দুই একটী উদাহরণ না দিয়া আমরা ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। নবকৃষ্ণ, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে স্বীয় ভবনস্থ সুবিস্তৃত প্রাঙ্গনে সভা করেন। মধ্যস্থলে রায় রেঁয়ের উপবেশনার্থ সিংহাসন সংস্থাপিত এবং তাঁহার সম্মুখে বর্দ্ধমান ও নব-

দ্বীপাধিপতির জন্য দুইটী স্বতন্ত্র মছলন্দ পাতিত হয়; এক পার্শ্বে সমাগত কুলীন এবং অপরাপর কায়স্থ এবং অপর পার্শ্বে বিপ্রমণ্ডলীর আসন প্রদত্ত হইয়াছিল। রায় রেঁয়ে আগমন করিয়া নবাবের ন্যায় সিংহাসনারূঢ় হইলেন; তৎপরে মহারাজদ্বয় উপনীত হইয়া মুরশিদাবাদের দরবারের রীত্যনুসারে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; রাজবল্লভ তাঁহাদের সহিত অতি অল্পক্ষণ মাত্র কথা কহিয়া এবং তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে না বলিয়া বৈঠকখানায় উঠিয়া গেলেন। রাজবল্লভের অশিষ্টাচারিতায় মহারাজদ্বয় ক্ষুণ্ণ হওয়াতে নবকৃষ্ণ গলবস্ত্র হইয়া গাত্রস্থিত জোড়া সাল দুই খণ্ড করিয়া মছলন্দের উপর বিছাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে তদুপরি উপবেশন করাইলেন এবং বিলম্ব হইলে পাছে রায় রেঁয়ে রুষ্ট হন, এজন্য দ্রুতবেগে বৈঠকখানায় গমন করিলেন। যতক্ষণ রাজবল্লভ সভাস্থ ছিলেন ততক্ষণ কেহই উচ্চবাচ্য করেন নাই; তিনি গাত্রোত্থান করিবার পর যশোহরের প্রধান প্রধান কুলীন মহাশয়েরা মহা গোলযোগ উপস্থিত করিলেন; তাঁহারা কহিতে

লাগিলেন।—মহারাজা রাজবল্লভ অমৌলিক কায়স্থ, সুতরাং সামাজিক কার্য্যে তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, মুরশিদাবাদের দরবারে তিনি সিংহাসনারূঢ় হউন না কেন, জাতীয় সভায় তাঁহাকে তাঁহাদের নিম্নে আসন গ্রহণ করিতে হইবে। ক্রমে কোলাহল বৃদ্ধি হইয়া রাজবল্লভের কর্ণগোচর হইলে তিনি নবকৃষ্ণকে হিন্দিভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ চিল্লাতা ?" নবকৃষ্ণ অতি বিনীতভাবে কুলীনদিগের কথা বলিলে তিনি "ওলোকো এক হাজার রোপেয়া দেও" বলিয়া এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিলেন। অর্থের কি মোহিনী শক্তি! কুলীন মহাশয়েরা উপরোক্ত টাকা মহাহ্লাদে স্ব স্ব কুলমর্য্যাদানুসারে বণ্টন করণান্তে তিরস্কারের পরিবর্ত্তে রায় রেঁয়ের অতুল মান ও সম্ভ্রম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে যেরূপ বিলাতে ভারতবর্ষীয় মন্ত্রীর নিকট পত্র প্রেরণ করিতে হইলে পত্রিকায় রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁহার কার্য্যসভার সভ্যদিগের স্বাক্ষর আবশ্যক করে, তখনও লণ্ডনস্থ কোর্ট অব ডাইরেক্টরদিগকে পত্র লিখিতে হইলে প্রধান

শাসনকর্ত্তা এবং তাঁহার মন্ত্রীদিগকে স্বাক্ষর করিতে হইত। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়, যখন মহারাজা রাজবল্লভ ভারতবর্ষীয় কার্য্যসভার সভ্য ছিলেন, তখন এক দিবস লাট সাহেব নবকৃষ্ণকে তাঁহার বাটীতে গমনপূর্ব্বক কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কাগজে স্বাক্ষর করাইয়া আনয়নের অনুমতি করেন। সেই অনুমত্যনুসারে নবকৃষ্ণ আফিস হইতে প্রত্যাগমন কালে রাজবল্লভের বাগবাজারস্থ ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে লাট সাহেবের অভিপ্রায় অবগত করিলে তিনি তাঁহাকে উপবেশন করিতে না বলিয়া সেই কাগজখানি পাঠ করিতে অনুমতি করেন। নবকৃষ্ণ দণ্ডায়মান হইয়াই পাঠ আরম্ভ করিলেন এবং পাঠ সমাপনান্তে রাজবল্লভ প্রোক্ত কাগজ খানিতে স্বাক্ষর করিলে পর তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই সময়ে রাজবল্লভের দুই পার্শ্বে দুই জন পারিষদ বসিয়াছিলেন; তাঁহা-দের সাক্ষাতে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া মহারাজা নবকৃষ্ণ আপনাকে আরও অধিক অপমানিত মনে করেন এবং গৃহে প্রত্যা-গত না হইয়া তখনই গবর্ণমেণ্টে হাউসে গমন

করত আপন আফিসে বসিয়া একখানি পদ-ত্যাগের দরখাস্ত লিখিয়া লাট সাহেবের নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। হেষ্টিংস বাহাদুর তখন সহধর্ম্মিণী সহ বিশ্রাম গৃহে ছিলেন; এমন অসময়ে নবকৃষ্ণ তথায় আগমন করিয়াছেন, অবশ্যই কোন গুরুতর প্রয়োজন থাকিবে মনে করিয়া তাঁহাকে তথায় যাইবার অনুমতি করিলেন। নবকৃষ্ণ সম্মুখীন হইয়া রাজবল্লভের স্বাক্ষরিত কাগজখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলে পর হেষ্টিংস কহিলেন, কল্য আফিসে আসিবার সময় এই কাগজখানি প্রত্যানয়ন করিলেই হইত। কোন উত্তর না করিয়া নবকৃষ্ণ অতি বিষন্নভাবে ইস্তফার দরখাস্তখানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। লাট সাহেব তৎপাঠে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে নবকৃষ্ণ মহারাজা রাজবল্লভের দ্বারা যেরূপে অপমানিত হইয়াছিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তচ্ছ্রবণে হেষ্টিংস মহোদয় ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং শীঘ্রই তাহার প্রতিবিধান করিবেন বলিয়া নবকৃষ্ণকে সান্ত্বনা করত দরখাস্তখানি প্রত্যর্পণ করিলেন।

মান, প্রবেশদ্বারে সৈনিক পুরুষেরা প্রহরী, প্রাঙ্গন মধ্যে বিপ্র এবং শূদ্রদিগের বসিবার পৃথক্ পৃথক্ আসন, এক দিকে গায়কেরা হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছে, অপরদিকে বারাণসী নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত-গণ ন্যায় স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের বিতণ্ডায় কোলা-হল করিতেছেন; সম্মুখে দ্বাত্রিংশৎটী কাঞ্চন এবং রজত ষোড়শ, তৈজসগুলি অনতিতুঙ্গ পর্ব্বত-শ্রেণীর ন্যায় চন্দ্রাতপকে স্পর্শ করিতেছে। শাল বনাত প্রভৃতির স্তূপ দর্শনে দর্শকদিগের মনে হইল, বুঝি বড়বাজারের দোকান সকল শূন্য হইয়াছে। গজ, অশ্ব, সবৎস ধেনু, শিবিকা, শয্যা, ছত্র, পাদুকা, আসন প্রভৃতি পর্য্যায়ক্রমে সজ্জিত হইয়া সভার শোভাবৃদ্ধি করিতেছে। সভার অনতিদূরে ভাণ্ডার মহলে দধি, দুগ্ধ, তৈল প্রভৃতি তরল দ্রব্যের হ্রদ কাটান হইয়াছে। মিষ্টান্ন এবং পক্বা-ন্নের স্তূপ দেখিলে এক একটী দেউল বলিয়া ভ্রম হয়; বহুসংখ্যক হালুইকর ব্রাহ্মণ এবং মোদক অনবরত মেঠাই সন্দেশাদি প্রস্তুত করিতেছে; এবং তণ্ডুল, দ্বিদল, ময়দা প্রভৃতি আড়তের ন্যায়

রাশীকৃত ঢালা রহিয়াছে। এতদূর জনতা সত্তেও শ্রাদ্ধটী সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। ভূকৈলাস রাজবাটীর পূর্ব্বপুরুষ নবকৃষ্ণের মিত্র দেওয়ান গোকুল ঘোষাল মহাশয় প্রধান তত্ত্বাবধায়কের ভার গ্রহণ করেন। নবকৃষ্ণ ইতিহাসোল্লেখিত নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ের ফর্দ্দ করিয়াছিলেন; কিন্তু কাঙ্গালীর সংখ্যা গণনাতীত হওয়ায় আরও অধিক ব্যয় হইয়াছিল। ইত্যগ্রে নবকৃষ্ণের বাসগৃহ এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান, পাবনার বাগান, মাতা-গোস্বামীর মহল এবং মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা নামে আখ্যাত ছিল। কেহ কেহ বলেন যে উপরোক্ত শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে সভা হয় এবং সমাগত ভদ্রলোক, পণ্ডিতগণ এবং কাঙ্গালীদিগের জন্য যে পণ্যবীথিকা সংস্থাপিত হয় তাহা হইতেই এই স্থানের নাম "সভাবাজার" হইয়াছে। মতান্তরে বড়বাজারনিবাসী শোভারাম বসাকের এস্থলে যে একটী বাজার ছিল তাহা হইতেই এই স্থানের নাম "শোভাবাজার," কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত কারণ তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না।

নবকৃষ্ণের পঞ্চমকার্য্য পুত্রোৎসব। পরিশেষে (১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে) মেমারি নিবাসী রামকানাই (বসু) মল্লিকের কন্যা তাঁহার চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্ররত্ন জন্মিয়াছিল। ইনিই ভাবী ওমরাও রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। এই উপলক্ষে নবকৃষ্ণের আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না। তিনি নাগরিক তালুক এবং মফস্বলস্থ জমিদারির প্রজাদিগের বাকি খাজানা গ্রহণ করেন নাই; দরিদ্রদিগকে অনেক অর্থ এবং খাদ্যসামগ্রী প্রদান করেন, কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং চতুষ্পাঠিতে তৈল, সন্দেশ এবং রৌপ্য ও তৈজস বাসনাদি পাঠাইয়া দেন। অন্নাশনোপলক্ষে সমস্ত আত্মীয় স্বজনকে নিজ ভবনে আমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে (১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দে) তাঁহার দত্তকপুত্র গোপীমোহনের ঔরসে তাঁহার একটী পৌত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ভাবী হিন্দুসমাজচূড়ামণি রাজা স্যার্ রাধাকান্তদেব বাহাদুর; যিনি সাহিত্য-উদ্যানে "শব্দকল্পদ্রুম" রোপণ করিয়া আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

নবকৃষ্ণের ষষ্ঠকার্য্য পুত্রোদ্বাহ। ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে খানাকুলনিবাসী কুলীনশ্রেষ্ঠ রামানন্দ (বসু) সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্র রাজকৃষ্ণের পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করেন। পাত্রীটী সিমুলিয়াতে আনীতা হইয়াছিল। প্রধান শাসনকর্ত্তা, প্রধান প্রাড়্বিবাক এবং অন্যান্য রাজপুরুষেরা বরযাত্র হইয়া মহারাজা নবকৃষ্ণের সম্মান বর্দ্ধন করেন। নবকৃষ্ণ রাজা বাহাদুর উপাধির সহিত মসনাব পঞ্চ হাজারী এবং মহারাজা বাহাদুর উপাধির সহিত মসনাব সাহহাজারী মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। এই মর্য্যাদানুসারে তাঁহার প্রথমে তিন সহস্র এবং তৎপরে চারি সহস্র অশ্বারোহী সওয়ার ব্যবহারের যে সত্ব ছিল তাহা তিনি কেবল এই সময়ে কার্য্যে পরিণত করেন, অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া তাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান এবং বরের সহগামী হয়।

নবকৃষ্ণের সপ্তমকার্য্য—গোষ্ঠিপতিত্ব লাভ এবং একজাই। পুত্রের বিবাহের কিছুদিন পরে নবকৃষ্ণ তাঁহার পৌত্র রাধাকান্তের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করেন তদ্বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

সহস্রাধিক বৎসর ব্যাপিয়া বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতিরা বঙ্গদেশে রাজ্য করায় হিন্দুধর্ম্ম শ্রীভ্রষ্ট এবং শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ যাগযজ্ঞাদির একপ্রকার লোপ হইয়াছিল। ৯৬৪ খ্রীঃ অব্দে যখন বৈদ্যজাতীয় সেনবংশতিলক রাজা আদিত্যসুর বঙ্গদেশের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন, তখন সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিত অভাবে যজ্ঞ করিতে না পারায়, তিনি কান্যকুব্জ নগরাধিপতি বীরসিংহের নিকট হইতে ভট্টনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায়, বেদগর্ভ গঙ্গোপাধ্যায়, ছান্দড় ঘোষাল এবং দক্ষ চট্টোপাধ্যায় নামক পঞ্চজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে মকরন্দ ঘোষ, কালিদাস মিত্র, দশরথ গুহ, দাশরথি বসু এবং পুরুষোত্তম দত্ত নামে পাঁচজন কায়স্থও আগমন করেন। পরে সুপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লালসেন সিংহাসনারূঢ় হইলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রাজা আদিত্যসুরের আনীত পঞ্চজন বিপ্র এবং পঞ্চজন কায়স্থের বংশাবলিদিগকে কুলীন মৌলিক প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ করেন। এই সময় হইতেই কুলীনের সৃষ্টি হয়। কিছুকাল অতীত হইলে শ্রীমন্ত রায় প্রথমে ঘোষ, বসু, মিত্র কুল-

ত্রয়ের দ্বাদশ পর্য্যায় পর্য্যন্ত এবং তদনন্তর বসুকুল-চূড়ামণি পুরন্দর খাঁ ত্রয়োদশ পর্য্যায়ের একজাই করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশের পর কয়েকজন কুলপোষক সম্মৌলিক গোষ্ঠীপতি, বিজ্ঞ কুলাচার্য্য-দিগের সাহায্যে এবং অনেক যত্নে ও ব্যয়ে কয়েক পর্য্যায়ের একজাই করেন। নবকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে তারকেশ্বরের সন্নিকটবর্ত্তী কুলীন সমাজ, গোপীনগরের গোপীকান্ত সিংহ চতুধ্বরীর বংশে গোষ্ঠীপতিত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। গোপীকান্ত সিংহের পরলোক গমনের পর ধনের খর্ব্বতা নিবন্ধন তাঁহার উত্তরাধিকারিরা গোষ্ঠী-পতিত্ব সংরক্ষণে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন না। এ দিকে নবকৃষ্ণ অসীম সমৃদ্ধিশালী এবং অতুল সম্ভ্রান্ত হওয়ায় সহজেই গোষ্ঠীপতিত্বের লোলুপ হইয়াছিলেন। গোপীকান্তের পৌত্র রামকান্ত, নবকৃষ্ণের নিকট এক সময়ে অনেক টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহা পরিশোধ করিতে সক্ষম হন নাই; সুচতুর নবকৃষ্ণ স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধি করণাভিপ্রায়ে তাঁহার দুহিতার সহিত স্বীয় পৌত্রের বিবাহ এবং গোষ্ঠী-

পতিত্ব মান্যের মূল্য স্বরূপ ঋণের টাকা পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব করেন। রামকান্ত ঋণমুক্ত হওনাশয়ে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং জাহ্নবী স্নানের ভাণ করিয়া কলত্রাদি সহ প্রথমে সালিকায় আসিয়া উপনীত হন এবং জ্ঞাতিদিগের ভয়ে তথা হইতে শোভাবাজারে আসিয়া কন্যাটীকে যথাবিহিত সম্প্রদান করেন। ইহার কিছুদিন পরে নবকৃষ্ণ বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে প্রধান কুলীন কায়স্থ এবং কুলাচার্য্যদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করেন; আদান, প্রদান এবং অন্যান্য কার্য্যানুসারে তাঁহাদিগের কুলমর্য্যাদা স্থিরীকৃত হইলে এবং তৎপূর্ব্বে মেলকাটী * প্রণালীতে তাঁহার পৌত্রের সহিত গোপীকান্ত সিংহ চতুর্দ্ধরীর প্রপৌত্রীর উদ্বাহ সুসম্পন্ন হওয়ায় সমাগত কুলীন এবং কুলাচার্য্য মহাশয়েরা মহারাজা নবকৃষ্ণকে একাদশ গোষ্ঠীপতি বলিয়া স্বীকার এবং বরণ করিলেন। নবকৃষ্ণ দ্বাবিংশতি পর্য্যায়ের একজাই করেন এবং এই সময় হইতে তাঁহার বংশের কেহ কোন সামাজিক

---

* মৌলিক গোষ্ঠীপতির কন্যার সহিত মৌলিক পাত্রের বিবাহকে মেলকাটী প্রণালীর বিবাহ কহে। এই বিবাহে কন্যাকর্ত্তার গোষ্ঠীপতিত্ব নষ্ট হয় এবং বরবংশের গোষ্ঠীপতিত্ব জন্মে।

কার্য্যের সভায় উপস্থিত হইলে গোষ্ঠীপতির* বংশোদ্ভব বলিয়া অগ্রে তাঁহার গলদেশে পুষ্প-মাল্য ও কপালে চন্দনের ফোঁটা প্রদান করা হয়; কিন্তু এই প্রথাটী এক্ষণে একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছে।

১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দের ২২এ নবেম্বর পঁয়ষট্টী বৎসর বয়ঃক্রমে নবকৃষ্ণ কলেবর পরিত্যাগ করেন। কি রোগে তাঁহার মৃত্যু হয় তাহার স্থিরতা নাই। ঐ দিবস তিনি সুস্থ শরীরে কুঠী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অভ্যাসানুসারে বেলা দুইটার সময় শয়ন করেন; তখনও তাঁহার কোন প্রকার পীড়ার বাহ্যিক লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে শয্যাতে মহানিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া পরিজনবর্গ এবং আত্মীয় স্বজন আশ্চর্য্য এবং শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। পুত্রাভিলাষে তিনি ক্রমে ক্রমে

* ১২ পর্য্যায় শ্রীমন্ত রায়। ১৩ পঃ পুরন্দর বসু খাঁ। ১৪ পঃ কেশব বসু খাঁ। ১৫ পঃ শ্রীকৃষ্ণ বসু বিশ্বাস। ১৬ পঃ দয়ারাম পাল। ১৭ পঃ রামভদ্র পাল। ১৮ পঃ কিঙ্কর সেন ভেয়ে। ১৯ পঃ গোপীকান্ত সিংহ চতুর্ধ্বরী। ২০ পঃ কুলাচার্য্যগণের সাহায্যে হরিনারায়ণ সিংহ চতুর্ধ্বরী। ২১ পঃ কুলাচার্য্যগণের সাহায্যে রামকান্ত সিংহচতুর্ধ্বরী। ২২ পঃ মহারাজ। নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর।

সাতটী দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে কেবল তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একটী কন্যা এবং অনেক দিন পরে তাঁহার চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মিয়াছিল।

নবকৃষ্ণ গৌরবর্ণ এবং নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, নাতিস্থূল, নাতিক্ষীণ ছিলেন। তাঁহার পৌত্র রাধাকান্ত দেবের সহিত তাঁহার অবয়বের অনেকটা সাদৃশ্য ছিল, তাঁহার মস্তক বেহারা-কামান, শিরে একটী কেশশিখা ছিল। তিনি সামান্য ধুতি পরিধান করিয়া এবং স্কন্ধদেশে গাত্র-মার্জ্জনী রাখিয়া পদব্রজে প্রতিদিন প্রত্যুষে ভাগীরথীতে স্নান করিতে যাইতেন; কান্ত খানসামা ছত্র ধারণ করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী হইত। তিনি জোড়া পরিধান করিয়া শিরে খিড়কীদার পাক্‌ড়ী বান্ধিয়া এবং লপেটা-পাদুকা পরিয়া ঝালরদার† শিবিকা-রোহণে আফিষে গমন করিতেন; আসাবরদার প্রভৃতি অগ্র পশ্চাৎ ধাবমান হইত। তাঁহার পৌত্র রাজা কমলকৃষ্ণ দেব-বাহাদুর প্রভৃতি কেহ কেহ

† তৎকালে রাজাদেশ ব্যতীত কেহ ঝালরদার পাল্কী ব্যবহার করিতে পারিতেন না। ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে রাজা বাহাদুর উপাধির সহিত নবকৃষ্ণ এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

এখনও খিড়কীদার পাক্ড়ী ব্যবহার করেন। জোব্বা এবং বিলাতী বিনামা এক্ষণে জোড়া এবং লপেটা-জুতার স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে ইষ্টিউয়ার্ট কোম্পানির কারখানা স্থাপিত হইবার পর নবকৃষ্ণ একখানি শকট নির্ম্মাণ করান; যদিও তাঁহার গাড়ীখানি পূর্ব্ব ব্যবহৃত ছক্কোড় অথবা বর্ত্তমান তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী অপেক্ষা উত্তম ছিল না কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই অশ্বচালিত শকট প্রথম ব্যবহার করেন বলিয়া যে দিবস তিনি উক্ত শকটারোহণ করেন, সে দিবস রাজবর্ত্মে অনেক জনতা হইয়াছিল।

নবকৃষ্ণ অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের উৎসাহে সেই সময়ে অনেক অসাধারণ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং কবি বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন; এজন্য অনেকে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের* সভার সহিত তাঁহাদের সভার তুলনা করি-

* আমাদের দেশে রত্নরাজির মধ্যে নয়টী সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত; তাহাদের নাম যথা—মাণিক, হীরক, ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ, মরকত, প্রবাল, মুক্তা, সূর্য্যকান্ত এবং চন্দ্রকান্ত। উজ্জয়িনীশ্বরের সভায় নয় জন

তেন। নানা স্থান হইতে পণ্ডিত এবং মৌলবিগণ তাঁহার সদনে সর্ব্বদা আগমন করিতেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, শ্রীকণ্ঠ, কমলাকান্ত, বলরাম, শঙ্কর প্রভৃতি বুধগণ তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। হরুঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি কবিদিগকেও তিনি উৎসাহ প্রদান করিতেন। প্রাচীন সংস্কৃত এবং পারস্যভাষার গ্রন্থ সকল নকল করাইয়া স্বীয় পুস্তকাগারে রাখিতেন। নবাগত রাজপুরুষেরা পারস্যভাষা এবং এদেশের রাজনীতি ও কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য লেডী ক্লাইভ প্রভৃতির নিকট হইতে তাঁহার নামে অনুরোধ পত্র লইয়া আসিতেন। এস্থানে প্রথমোক্ত পণ্ডিতত্রয়ের বিষয় কিছু না লিখিয়া আমরা ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

১ম। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন। অসীমধীশক্তি এবং স্মরণশক্তি প্রভাবে

সুবিখ্যাত পণ্ডিত বিরাজমান থাকিয়া উক্ত সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেন এজন্য তাহা নবরত্নের সভা বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের নাম—ধন্বন্তরী, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহ মিহির এবং বররুচি।

তিনি অসাধারণ বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া তাৎকালিক বঙ্গীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়া উঠেন। স্থপ্রিমকোর্টের প্রধান প্রাড়্বিবাক স্যার উইলিয়ম জোন্স্, সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচার-পতি হারিংটন্ সাহেব, মহারাজা নন্দকুমার, কীর্ত্তি-চন্দ্র, ত্রিলোকচন্দ্র এবং নবকৃষ্ণ বাহাদুর তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য প্রদান ও অবসরক্রমে তাঁহার বাটীতে গমন করিতেন। নবকৃষ্ণের সাহায্যে জগন্নাথ প্রথমে পাকাবাটী নির্ম্মাণ ও দুর্গোৎসব করেন এবং তাঁহারই অনুরোধে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনে কোম্পানিবাহাদুরকর্ত্তৃক দুরূহ সংস্কৃত-শাস্ত্রের অনু-বাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্য তিনি গৃহে বসিয়াই সম্পাদন করিতেন। "অষ্টাদশ বিবাদের বিচার গ্রন্থ" এবং "বিবাদ ভঙ্গার্ণব" নামক দায় সংক্রান্ত যে দুই খানি বৃহৎ গ্রন্থ তিনি সঙ্কলন করেন তাহাতেঁই ভবিষ্যতে কোলব্রুক সাহেবের হিন্দু আইনের ইংরাজী অনুবাদের বিশেষ স্থবিধা হয়। নবকৃষ্ণ তাঁহাকে লক্ষ টাকা মূল্যের এক-খানি তালুক দিতে চাহেন কিন্তু বিষয় অনর্থের মূল ইত্যাদি ভাবিয়া তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা

প্রকাশ করেন। পরিশেষে নবকৃষ্ণ অনেক যত্নে এবং জমিদারিসংক্রান্ত সমস্ত ভার আপন হস্তে রাখিয়া ত্রিবেণীর সন্নিকটে "হেদেপোতা" নামক একখানি অল্প মূল্যের তালুক তাঁহাকে গ্রহণ করান।

২য়। রাধাকান্ত তর্কবাগীশ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন,—তিনিও অসাধারণ বিদ্বান্ ছিলেন। নবকৃষ্ণ কোম্পানিবাহাদুরের দ্বারা তাঁহাকে তাৎকালিক দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "পণ্ডিত-প্রধান" উপাধি এবং কলিকাতার অন্তর্গত ১২০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদানের সনন্দ আনাইয়া দেন। কোম্পানি বাহাদুর কলিকাতার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে দম্‌দমার নিকট ১২০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। নবকৃষ্ণও স্বয়ং তাঁহাকে হাতিবাগানস্থ ১৮ বিঘা ভূমি দান করেন ও সদর দেওয়ানী আদালতে জজ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করান।

৩য়। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহার বিশেষ গৌরব করিতেন। গুণগ্রাহী নবাব গতাশু হইলে

পর তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হন; কিন্তু কিছু দিন পরে মহারাজের প্রধান সভাপণ্ডিত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের সহিত তাঁহার মনোভঙ্গ হওয়াতে তিনি কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করত মহারাজা নবকৃষ্ণের সভাপণ্ডিত হন। সঙ্গীত এবং তুর্যাজীবিরাও তাঁহার দ্বারা বিশেষরূপে উৎসাহিত হইতেন। মুরশিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র, দিল্লী প্রভৃতি দূরস্থিত নগর হইতে সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিগণ তাঁহার নাম শুনিয়া উপস্থিত হইলে আশানুরূপ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহার প্রতি ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। এক দিবস প্রাতঃকালে তিনি বৈঠকখানার পার্শ্বস্থগৃহে মুখপ্রক্ষালন করিতেছিলেন এমন সময়ে সমাগত পণ্ডিত কয়েকজন পরস্পর কহিতেছিলেন, "এখন নাচ্‌তে, গাইতে না পারিলে মহারাজের নিকট প্রতিপত্তির সম্ভাবনা অল্প; ন্যায়, স্মৃতি, অলঙ্কারের পাণ্ডিত্যে কিছুই হইবে না।" এই কথা নবকৃষ্ণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে তিনি কৌশলে তাঁহাদের ভ্রম দূর করা স্থির

করিলেন। তদনন্তর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইয়া সমাগত ব্যক্তিদিগের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মনের ভাব গোপন করত পণ্ডিত মহাশয়-দিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক "বড়শীদ্বারা চন্দ্রকে ধৃত-করণভাবপ্রকাশক" একটী কবিতা রচনা করিতে কহিলেন; সকলেই কাগজ কলম লইয়া বসি-লেন এবং ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অনেক লিখিতে লাগিলেন। পরিশেষে নবকৃষ্ণ, সিমুলিয়ানিবাসী হরু ঠাকুরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। হরু তৈল মর্দ্দন করিয়া জাহ্নবীস্নানে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে মহারাজের দ্বারবানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বিশেষ আবশ্যক বলায় হরু সেই বেশেই রাজবাটীতে উপনীত হইলে নবকৃষ্ণ তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত কবিতাটী রচনা করিতে কহিলেন। হরু বারাণ্ডায় উপবেশন করত কিছুক্ষণ গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া কহিলেন, মহারাজ প্রস্তুত হইয়াছে। তখন নবকৃষ্ণ পণ্ডিতগণকে স্ব স্ব লিখিত রচনা পাঠ করিবার অনুমতি করিলেন। অনেকে লজ্জায় সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া পাঠ করিলেন না; অব-শিষ্টেরা যাহা পাঠ করিলেন তাহাতে শ্রোতৃবর্গের

কাহারও পরিতোষ জন্মিল না। পরিশেষে হরু নিম্নলিখিত কবিতাটী বলিলেন—

"এক দিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি,
ধূলায় পড়িয়া কৃষ্ণ কাঁদে।
(রাণী) অঙ্গুলি হেলায়ে ধরে, মৃত্তিকা বাহির করে,
বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে॥"

প্রশংসার ধ্বনিতে রাজবাটী পরিপূরিত হইল। পণ্ডিত মহাশয়েরা অপ্রতিভ হইয়া অধোবদনে রহিলেন। নবকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ হরুকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিলেন। হরু গাত্রমোছ-নীতে সেই টাকা বন্ধন করিয়া কবিতাটী পাঠ করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে বাটী প্রতিগমন করি-লেন।

নবকৃষ্ণের প্রভুভক্তি ও সাধারণ হিতকর কার্য্যের কয়েকটী উদাহরণ নিম্নে প্রকটিত হইল—

১। কি স্বদেশ, কি বিদেশ, কি সৌভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য, কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি রাজা, কি প্রজা, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকল স্থানে সকল সময়ে এবং সর্ব্বাবস্থায় জগৎপাতা পরমেশ্বরের উপাসনা মানবজাতির

সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। ইংরাজেরা সামান্য বণিকবেশে বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন; সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্ত নবাবদিগের দ্বারা বারম্বার নিপীড়িত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে সেই করুণাময় পরমেশ্বরের অভেদ্য অভিপ্রায়ানুসারে ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইলেন। এই কলিকাতানগরী যাহা ১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দে হোগলবন কর্ত্তন করিয়া জবচার্ণক স্থাপনা করেন, তাহা এক্ষণে ভারতবর্ষের রাজধানী হইল। ক্রমে প্রধান নগরোপযোগী সকল বস্তুর আয়োজন হইতে লাগিল কিন্তু খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজদিগের উপাসনাগৃহের অভাব দূরীকৃত হইল না। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের যে ভজনালয় ছিল, তাহা ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে সিরাজউদ্দৌলার অনুমত্যনুসারে ভগ্ন হইয়াছিল। একটী নূতন গির্জ্জার অত্যাবশ্যকতা সকলেই বিশেষরূপে অনুভব করিলেন; কিন্তু পর্য্যাপ্ত অর্থের অভাবে অনেক দিন পর্য্যন্ত কিছুই হইয়া উঠিল না। পরিশেষে (১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে) প্রধান শাসনকর্ত্তা হেষ্টিংস বাহাদুর প্রভৃতি সমাগত হইয়া একটী সভা করিলেন; তদগ্রে ৩৬,০০০ টাকা মাত্র চাঁদা

উঠিয়াছিল। নবকৃষ্ণ ৪৫,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া নূতন গির্জ্জার জন্য পুরাতন গোরস্থান এবং মেগা-জিনের ভূমি ক্রয় করিয়া দেন। এই গির্জ্জাটীর নাম "সেণ্টজন্স্ চর্চ্চ"। গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষ হইতে প্রস্তর আনয়ন করিয়া ইহার চূড়া প্রস্তুত হয় এজন্য এদেশীয়েরা ইহাকে "পাথুরে গির্জ্জা" কহে। ইহারই প্রাঙ্গণে কলিকাতা স্থাপয়িতা জবচার্ণকের সমাধি আছে। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে মহা-নগরীতে মেথর, দর্জ্জী, খানসামা প্রভৃতির নামে রাজবর্ত্ম প্রচলিত আছে সেই মহানগর স্থাপয়িতার স্মরণার্থ কিছুই নাই; যে মিউনিসিপেল কমি-সনরেরা মনে করিলেই বহুকালের রাণীমুদী গলিকে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্রীট করিতে পারেন জব চার্ণকের নাম স্মরণার্থ তাঁহাদিগের মনোযোগী হওয়া উচিত। আমাদিগের বিবেচনায় গির্জ্জার পশ্চিমদিকস্থ রাস্তাটীর চর্চ্চ লেনের পরিবর্ত্তে চার্ণক লেন নাম দিলে ভাল হয়।

২। তখন বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান চাঁদপাল ঘাট পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না, কলাগাছিতে নঙ্গর করিত; কুল্পী হইতে বেহালা পর্য্যন্ত উত্তম রাজ-

পথ অভাবে লোকের গমনাগমনের এবং বাণিজ্য দ্রব্যাদি আনয়নের যে বিশেষ অসুবিধা ছিল তাহা নবকৃষ্ণ দূর করেন। বেহালা হইতে কুল্পী পর্য্যন্ত ১৬ ক্রোশ দীর্ঘে "রাজার জাঙ্গাল" নামে যে রাজ-মার্গ আছে তাহা তাঁহার বদান্যতার ফল।

৩। ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে কোম্পানির ধনাগারে অর্থকৃচ্ছ্রতা নিবন্ধন হেষ্টিংস বাহাদুর কয়েক মাস বেতন না পাওয়ায় অত্যন্ত কষ্টে পতিত হওয়াতে নবকৃষ্ণ তাঁহাকে তিন লক্ষ টাকা কর্জ্জ দেন। এই ঋণ হেষ্টিংস পরিশোধ করেন নাই। শুনিতে পাওয়া যায় হেষ্টিংসের স্বাক্ষরিত তমোশুক রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সম্পত্তির কাগজপত্রের সহিত ভূতপূর্ব্ব সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্গত মাষ্টার আফিসে দাখিল আছে। ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে মহাসভা পার্লিয়া-মেণ্টের সভ্য সুবিখ্যাত বাগ্মী, এডমণ্ড বর্ক প্রভৃতি যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নামে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্যের দোষোল্লেখ করিয়া তাঁহার নামে অভি-যোগ করেন, তখন উপরোক্ত তিন লক্ষ টাকা ঋণ বা উৎকোচরূপে গ্রহণ করাও একটী অপরাধ বলিয়া উল্লিখিত হয়। হেষ্টিংসের বিচারে লর্ড

থার্লো পিয়ার সভায় * সাক্ষ্য দিবার সময়ে নব-কৃষ্ণের এইরূপে পরিচয় দেন। "১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে যখন হেষ্টিংস এবং নবকৃষ্ণ উভয়েই তরুণবয়স্ক ছিলেন তখন নবকৃষ্ণ হেষ্টিংসের পারস্যভাষার শিক্ষক হন এবং তাঁহার সহিত আদি পরিচয়ই নবকৃষ্ণের শ্রীবৃদ্ধি, অত্যন্ত উচ্চপদ এবং অতুল সমৃদ্ধির মূলকারণ। হেষ্টিংসের শাসন সময়ে তিনি বেতন কিম্বা রাজনৈতিক মর্য্যাদায় কেবল মহম্মদ রেজা খাঁ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন।"

৪। স্বনামখ্যাত রাস্তাটী নবকৃষ্ণ নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করেন, ইহা চিৎপুর রোড হইতে অপার সার্কিউ-লার রোড পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইবার পর ইহার পূর্ব্বাংশের হাতিবাগান ষ্ট্রীট নাম হয় এবং সম্প্রতি গ্রেষ্ট্রীট হওয়াতে ইহার আরও কিছু অংশ এই নূতন রাস্তাভুক্ত হইয়াছে; স্থতরাং বর্ত্তমান রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট আদি রাজ-

---

* বিলাতের মহাসভা দুই ভাগে বিভক্ত—যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিনিধি সভ্যেরা উপবেশন করেন তাহাকে "হাউস অফ কমন্স" কহে। আর যাহাতে ডিউক, মার কুইস, আরল, ভাইকাউণ্ট এবং বেরণ এই পঞ্চ শ্রেণীর ওমরাওয়ের প্রতিনিধিরা আসন গ্রহণ করেন তাহা "পিয়ার সভা" বা "হাউস অফ লর্ডস" নামে আখ্যাত।

পথের অৰ্দ্ধাংশ মাত্র। তিনি আরও বাগবাজার এবং কুমারটুলির অধিবাসীদিগের স্নানের সুবিধার জন্য দুইটী ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট প্রস্তুত করাইয়া দেন। শেষোক্ত স্থানে তাঁহার প্রথমা স্ত্রী মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের অবস্থিতির জন্য একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করান। পোর্ট কমিসনরেরা সম্প্রতি এই গৃহটী ভূমিসাৎ করিয়াছেন কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায় যে অধিকারিরা ইহার মূল্য গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে একটী নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

রবার্ট ক্লাইভের ন্যায় নবকৃষ্ণ ৬০ টাকা বেতনে কার্য্য আরম্ভ করেন এবং তাঁহারই ন্যায় পরিশেষে ধন, মান ও গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন। ক্লাইভকে লোকে "কিংমেকার" কহিত কিন্তু এ বিষয়ে নবকৃষ্ণ তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াছিলেন—কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি ছিল কিন্তু বৰ্দ্ধমানের রাজার তাহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উপাধি থাকায় তিনি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ

ছিলেন ; নবকৃষ্ণের অনুগ্রহে কৃষ্ণচন্দ্র "মহারাজা রাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং প্রত্যুপকারের স্বরূপ তাঁহাকে শ্রীরামপুর ও মূলাজোড় গ্রাম প্রদান করেন কিন্তু নবকৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি আরও স্বীয় অগ্রজদ্বয়কে "রায়" এবং রাধাকান্ত তর্কবাগীশকে "পণ্ডিত প্রধান" উপাধি দেওয়াইয়া ছিলেন। ইহা ব্যতীত প্রতিনিধি প্রধান শাসনকর্ত্তা স্যারজন ম্যাকফরসনের অনুরোধে দিল্লীর বাদসাহ মির্জ্জাসিগুফ্‌তা বক্ত বাহাদুরের * দ্বারা স্বীয় শিশুপুত্র রাজকৃষ্ণকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি দেওয়ান।

আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে নবকৃষ্ণ ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পারস্য ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং নবাব সিরাজ উদ্দৌলা কোম্পানি বাহাদুরের কাশীম বাজারস্থ কুঠী লুণ্ঠন করত হেষ্টিংস প্রভৃতি ইংরাজ কর্ম্মচারি দিগকে বন্দি

---

* যদিও অনেক দিন হইতে ইংরাজেরা ভারতবর্ষের প্রকৃত অধীশ্বর হইয়াছিলেন কিন্তু ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর বৃত্তিভোগী রাজাকে ভারতেশ্বর বলিয়া স্বীকার করা হয়, সুতরাং উপাধি প্রদানাদি রাজকীয় কার্য্যে তাঁহার সনন্দ আবশ্যক হইত। উপরোক্ত বৎসরে লাট আমহারষ্ট দিল্লীতে গমনপূর্ব্বক বৃত্তিভোগী রাজার নিকট এই ঘোষণা করেন, যে অদ্যাবধি ইংরাজেরা ভারতের অধিরাজ।

করিবার পূর্ব্বে তথা হইতে কলিকাতায় প্রত্যা-
গমন করেন। তদনন্তর অল্পদিন মাত্র কর্ম্মশূন্য
থাকিয়া তিনি ড্রেক সাহেব কর্ত্তৃক কোম্পানির
মুনসিগিরি পদে অভিষিক্ত হন এবং এক সময়েই
মুনসী দপ্তর প্রভৃতি সাতটী গুরুতর পদের কার্য্য
সম্পাদন করিতেন। ইহা ব্যতীত তাৎকালিক
শাসনকর্ত্তারা বিশেষতঃ ক্লাইভ এবং হেষ্টিংস তাঁহাকে
সময়ে সময়ে অন্যান্য গুরুতর কার্য্যেরও ভার
প্রদান করিতেন। ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দে যখন ফরা-
শিশরা তাঁহাদের বিলুপ্ত ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য
বিশেষ চেষ্টা করেন এবং ফরাশিশ সেনাপতি
সিভালিয়র সাহেব স্বীয় রাজার নিকট হইতে যাত্রা
করিয়া ভারতবর্ষের ম্যালেবর উপকূলে অবরোহণ
করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারদিগের সহিত ইংরাজ-
দিগের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন তখন হেষ্টিংস
বাহাদুর এরূপ সম্বাদ প্রাপ্ত হন যে জগমোহন দত্ত
নামে সিভালিয়র সাহেবের সরকারের জনৈক
বিশ্বস্ত আত্মীয় মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশের কলিকাতাস্থ
উকিল লালা সেবক রামের আলয়ে সর্ব্বদা
গতিবিধি এবং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত গোপনে পরামর্শ

করেন। লাট সাহেব এই বিষয়টীর যাথার্থ্য অবগত হইয়া জগমোহনকে দুর্গমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখেন ও তাহার বাটীতে যে সকল কাগজপত্র ছিল তাহা স্বীয় ভবনে আনয়ন করাইয়া মুর সাহেব এবং নবকৃষ্ণের উপর উহাদের পরীক্ষা এবং রিপোর্ট করিবার ভার ন্যস্ত করেন। নবকৃষ্ণ অন্তিমকাল পর্য্যন্ত রাজকার্য্যে আবৃত ছিলেন এবং প্রায় প্রতিদিনই গভর্ণমেণ্ট হাউসে গমন করিতেন কিন্তু হেষ্টিংসের পদত্যাগের পর তিনি কোন বৈতনিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না। হেষ্টিংস স্বদেশে গমন করিলে পর স্যারজন ম্যাকফরসন, লাট কর্ণওয়ালিস এবং স্যারজন সোর পর্য্যায়ক্রমে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা হয়েন। যদিও এ সময়ে নবকৃষ্ণ কোন বিশেষ কার্য্যে আবৃত ছিলেন না; কিন্তু শাসনকর্ত্তা ত্রয় গুরুতর বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় গ্রহণ এবং প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবে তদালয়ে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করিতেন।

নবকৃষ্ণের স্বধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল এবং তিনি আত্মীয় স্বজনের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন—তিনি নিয়মিত পূজাদি এবং দেবদেবী ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে

বিশেষ ভক্তি করিতেন; কুলীন ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থেরাও তাঁহার নিকট বিশেষ সমাদৃত হইতেন; লোকে সাহায্যপ্রার্থী হইলেই সাহায্য প্রদান করিতেন কাহাকেও বঞ্চিত করিতেন না; মূঢ়াগাছার অন্তঃপাতী পঞ্চগ্রাম এবং অন্যান্য স্থানের দায়াদদিগের নানাপ্রকারে উপকার করিতেন; শ্যালক, জামাতা, ভাগিনেয় প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে তাঁহার বাটীতে রাখিয়াছিলেন এবং যতদিন না তাঁহারা কৃতকর্ম্মা হইয়া স্বতন্ত্র অবস্থিতি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ততদিন তাঁহাদের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। তিনি তাঁহার অগ্রজদ্বয়ের পরিবারদিগকেও বিশেষ সাহায্য করিতেন।

নবকৃষ্ট তাঁহার মুরব্বী এবং গুরুজনদিগকে বিশেষ মান্য করিতেন—নকুধর যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি তাঁহার ভবনে পদব্রজে গমন করিতেন এবং যখন সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন তখনও অগ্রজদ্বয়কে বাল্য কালের ন্যায় সম্মান করিতেন। এক দিবস তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামসুন্দর নিজালয় হইতে ভৃত্য দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন কিন্তু সেই সময়ে মফস্বলের

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসায় জ্যেষ্ঠের নিকট যাইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, ইহাতে নবকৃষ্ণ তাচ্ছল্ল্য করিয়াছেন মনে করিয়া রামসুন্দর অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন। পরে নবকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখীন হইলে তিনি সে দিকে নেত্রপাতও করিলেন না এবং একটীও বাক্যবিন্যাস না করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন, তখন নবকৃষ্ণ করযোড়ে ও বিনীত ভাবে "দাদা মহাশয় কি অনুমতি করিয়াছেন" জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন, "ভায়া তুমি মহারাজা হইয়াছ তোমাকে কি আমি ডাকিতে পারি"। এই কথা শুনিবামাত্র নবকৃষ্ণ সজল নয়নে জ্যেষ্ঠের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আমরা এস্থলে নবকৃষ্ণের কয়েকজন কর্ম্মচারী এবং ভৃত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

রামবাগাননিবাসী নীলমণি দত্ত নবকৃষ্ণের কেরাণী ছিলেন; ইহাঁর পুত্র রসময় দত্ত বাঙ্গালি-দিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে অধিক বেতনের রাজকার্য্যে

অভিষিক্ত হন; ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভ হইতেই রামবাগানের দত্ত বংশের ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপত্তির বিষয়ে যে প্রতিপত্তি আছে নীলমণি দত্তই তাহার মূল। বারাসতের অন্তঃপাতী দত্তপুকুরনিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ ভদ্র তাঁহার মোহরার ছিলেন; এই ব্যক্তির প্রভুভক্তির গুণে নবকৃষ্ণের পুত্র রাজকৃষ্ণ, গোপীমোহনের প্রতারণা-জাল* হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন। তাঁহার খানসামা কান্তদাস ও অত্যন্ত প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী ছিল, সে মনে করিলে নবকৃষ্ণ এবং রাজকৃষ্ণের সময়ে লক্ষপতি হইতে পারিত এবং তাহা হইলে তাহার পৌত্র অভয়দাসকে এক্ষণে নবকৃষ্ণের পৌত্র রাজা-কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে পাঁচ টাকা বেতনের চাকরীর জন্য লালায়িত হইতে হইত না। এত-

---

* দত্তক গ্রহণের পর পুত্র জন্মিলে হিন্দুদায়ভাগানুসারে প্রথমের তৃতীয়াংশ এবং দ্বিতীয়ের তাহার দ্বিগুণ প্রাপ্য। রাজকৃষ্ণ স্বাভাবিক বদান্যতা গুণে পৈত্রিক সম্পত্তি তুল্যাংশ করিয়া লইতে সম্মত হইলে গোপীমোহন আদালতকর্ত্তৃক বিষয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন কিন্তু তিনি কনিষ্ঠের উদারস্বভাব, অনভিজ্ঞতা এবং আমোদপ্রিয়তা জানিয়া তাঁহার অংশে নিকটস্থ মনোহর উদ্যানাদি দিয়া আপন অংশে দূরস্থিত অধিক মূল্যের সম্পত্তি রাখেন—ভদ্রমহাশয় কোনগতিকে এই বিষয়টী জানিতে পারিয়া স্বীয় কর্ত্রীকে তাহা অবগত করেন, সুতরাং গোপীমোহনের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়া যায়।

দ্ব্যতীত তাঁহার দুই জন সুনিপুণ প্রামাণিক ছিল, ইহারা প্রতিদিন ক্ষৌরকর্ম্ম এবং নখকর্ত্তন করিত; মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইহাদের নৈপুণ্যের কথা শুনিয়া নবকৃষ্ণের নিকট ভৃত্য প্রেরণ করেন। পত্রিকার শিরোনামা যথাবিহিত লিখিত ছিল কিন্তু অভ্যন্তরে এক খণ্ড কাগজের চতুষ্কোণে কেবল চারিটী "ক" এবং মধ্যস্থলে "অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন" লেখা ছিল। এই লিপিখানির মর্ম্ম নবকৃষ্ণের সভার কেহই সংগ্রহ করিতে না পারায় তৎক্ষণাৎ ত্রিবেণীতে পূর্ব্বোক্ত অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে আনয়ন জন্য ভাউলিয়া প্রেরিত হয়; জগন্নাথ উপনীত হওনান্তর তাঁহার হস্তে কৃষ্ণনগরাধিপতির লিপিখানি প্রদত্ত হইলে তিনি হাস্য করিয়া (ক+চারি=কচারি বা কচ+অরি) প্রামাণিকদ্বয়কে প্রেরণ করিবার কথা কহিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহাদের কার্য্যনৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হন এবং প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাহাদিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করেন।

আমরা প্রথমেই লিখিয়াছি যে নবকৃষ্ণ মৌলিক কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। কায়স্থদিগের মধ্যে

তিন ঘর* কুলীন, আট ঘর † সন্মৌলিক এবং বায়াত্তর ঘর ‡ সাধ্য মৌলিক। ইহাদের মধ্যে "দেব" দৃষ্ট হইতেছে না। সন্মৌলিক "দে" উৎকর্ষ লাভ করিয়া "দেব" হইয়াছে ইহাই সম্ভব। সন্মৌলিক দে এবং দেব স্বতন্ত্র নহে; কিন্তু যখন অধিকাংশ লোক "দে" বলিয়া পরিচয় দেয়, যখন কেবল কয়েক ঘর লক্ষ্মীমন্ত "দে" বকার যোগে উহা সুশ্রাব্য করিয়াছেন তখন আমরা প্রথম সন্মৌলিক "দে" বলিয়া উল্লেখ করাই ন্যায়ানুগত বিবেচনা করিলাম। উপরোক্ত বাক্যের সমর্থনার্থ লিখিতেছি যে, যেমন সিমুলিয়া নিবাসী রামদুলাল দের পুত্রেরা লক্ষ্মীমন্ত হইবার পর আশুতোষ এবং প্রমথনাথ "দেব" হয়েন সেইরূপ নবকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ শ্রীহরি দে "দেব" উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। রুক্মিণীকান্ত

* ঘোষ, বসু, মিত্র। † দে, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ।

‡ ব্রাহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্র, গণ, ভঞ্জ, ভদ্র, নাগ, মন, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, রক্ষিত, আদিত্য, পাল, নাথ, বিদিৎ, ধনুঃ, বাণ, গুণ, স্বর, তেজ, শক্তি, সাঁই, ধর, আইচ, অর্ণব, আষ, দানা, খিল, পিল, শিল, সানা, রাজ, রাহুৎ, রাণা, শূর, কিত্তি, বল, বর্দ্ধন, অঙ্কুর, নন্দী, বিন্দু, বন্দু, শ্যাম, হুই, গুই, গণ্ড, ওম, ওষ, নোদ, গুড়, গুত, গুপ্ত, বেণ, যশ, ভুই, রাহা, দাহা, কুণ্ড, পই, থাম, খেম, খঞ্জ, বই, ধরণী, হোড় মান, হেম, দণ্ডী, হোম, রঙ্গ, ক্ষেম।

দেব নবাব সরকার হইতে তাঁহার বংশে যে ব্যবহর্ত্তা উপাধি প্রাপ্ত হন, শোভাবাজারনিবাসী দেবেরা তাহা অনেক কাল পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং নবকৃষ্ণের ঔরসজাত পুত্রের বংশে "দেবের" ও বিশেষ আদর নাই এজন্য অনেক ইংরাজ ইহাঁ-দিগকে কৃষ্ণবংশীয় মনে করেন। "ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়ার" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক জেমস্ রুটলেজ সাহেব যিনি ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডনস্থ টাইমস্ নামক পত্রিকার ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ ঘটিত বিশেষ পত্রপ্রেরক হইয়া আসেন এবং যিনি ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতার ভান করেন তিনি উক্ত বৎসরে শোভা-বাজার রাজবাটীর দুর্গোৎসব উপলক্ষে উপরোক্ত পত্রিকায় যে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন তাহাতে নবকৃষ্ণকে কৃষ্ণবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের দূরস্থিত প্রদেশের লোকে নবকৃষ্ণের বংশকে দেবাভাবে লালা কায়স্থ মনে করিলেও করিতে পারেন।

নবকৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষেরা ধনাঢ্য এবং সম্ভ্রান্ত ছিলেন কি না এ বিষয়ে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা শ্রীমন্ত এবং সম্ভ্রমশালী

ছিলেন এবং এই বাক্য সমর্থনার্থ ধান্য পীতাম্বরের কুলীন আমন্ত্রণ ও খাঁ বাহাদুর উপাধি লাভ, রাম চরণের দেওয়ানি প্রভৃতি উচ্চ পদ এবং খোজা-ওয়াজিদের নিকট তাঁহার বিত্তজাত রাখার কথা উল্লেখ করেন; অন্য দিকে নবকৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগি-নীর মৌলিক পাত্রের সহিত বিবাহ, নকুধরের নিকট চাকরীর উমেদারী এবং ইহাঁদের পঞ্চগ্রাম ও অন্যান্য স্থানের জ্ঞাতিদিগের নিঃস্বাবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অনেকে ইহাঁদিগকে অত্যন্ত দরিদ্র এবং হীনপদস্থ মনে করেন কিন্তু আনুপূর্ব্বিক সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে নবকৃষ্ণের পূর্ব্ব-পুরুষকে স্বচ্ছল গৃহস্থের অধিক মনে হয় না, সুতরাং নবকৃষ্ণের অসীম ধন, মান, পদ এবং সম্ভ্রম তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু ইহাতে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি বই হ্রাস হই-তেছে না, কারণ "স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ।" সোহাগা সংযোগে কনক অধিকতর উজ্জ্বল হয় বটে কিন্তু উত্তপ্ত কাঞ্চন কি সমতুল্য উজ্জ্বল নহে? উই-লিয়ম পিট বিলাতের কোন পিয়ার বংশ সমু-জ্জ্বল করেন নাই বটে, কিন্তু তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্ব

সময়ে প্রধান অমাত্য-বেশে তিনিই কি ইংলণ্ডের প্রকৃত অধীশ্বর ছিলেন না? ঘাটালের সন্নিকট আগুনশি নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে ভজহরি মিত্র বাস করিতেন; তিনি হুগলির ফৌজদারি আদালতের একজন সামান্য মোক্তার ছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বারকানাথ মিত্র স্বীয় অসাধারণ মেধা এবং বিদ্যাবলে প্রধানতম বিচারালয়ের প্রাড্বিবাকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া কি স্বপদের অগৌরব করিয়াছিলেন? নবকৃষ্ণ আপন সময়ে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, পদ, ক্ষমতা এবং বদান্যতায় নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীর অন্যান্য লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন; সুতরাং তিনি যে অবাধে ইহার শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিবেন তাহার বিচিত্র কি?

নবকৃষ্ণ অত্যন্ত বদান্য এবং দানশীল ছিলেন এবং আমরা ইতিপূর্ব্বে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণও প্রদর্শন করিয়াছি; কিন্তু যিনি মাতৃশ্রাদ্ধে নয় লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন, যিনি কোন মহৎ কার্য্যে প্রায় লক্ষ টাকার ন্যূন খরচ করিতেন না এবং যাঁহার ব্যক্তিবিশেষকে দানও নিতান্ত অল্প ছিল না, তাঁহার চিরস্থায়ী কীর্ত্তি

অপেক্ষাকৃত সামান্য বলিতে হইবে। সত্য বটে তৎকালে ইংরাজীপ্রণালীর দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, পুস্তকাগার প্রভৃতির সময় উপস্থিত হয় নাই; কিন্তু গোপীমোহন ঠাকুরের মূলাজোড়ের টোলের ন্যায় একটী প্রথম শ্রেণীর চতুষ্পাঠী এবং মতিলাল শীলের বেলঘরের অতিথিশালার ন্যায় একটী বৃহৎ দরিদ্রাশ্রম থাকিলে মহারাজা নবকৃষ্ণের নাম আরও গৌরবান্বিত হইত। বোধ হয় যদ্যপি করাল কাল তাঁহাকে অতর্কিতরূপে গ্রাস না করিত, তিনি এই দুইটী অভাব পূরণ করিয়া যাইতেন।

নবকৃষ্ণের সময়ে দর্পনারায়ণ ঠাকুর, দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন দত্ত চৌধুরী, রাজা সুখময় রায়, নিমাইচরণ মল্লিক, চৈতন্যচরণ সেট, বৃন্দাবন বসাক প্রভৃতি কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন।

বঙ্গবিজয়ের সময়ে নবকৃষ্ণ ব্যতীত আরও কয়েক জন হিন্দু ঐশ্বর্য্যশালী ও সম্ভ্রান্ত হন এবং তাঁহাদের সকলের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ ছিল। ইহাঁদের বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। আন্দুলনিবাসী দেওয়ান রামচাঁদ রায়। ইনি নবকৃষ্ণের সহিত পলাসীর যুদ্ধ এবং সিরাজ-উদ্দৌলার ধনাগার তত্ত্বাবধারণের সময় উপস্থিত ছিলেন, সুতরাং ইহাঁর এবং নবকৃষ্ণের ধন প্রথমে একরূপেই উপার্জ্জিত হয়। রামচাঁদ গতাসু হইলে পর তাঁহার পুত্র রামলোচন রাজোপাধি প্রাপ্ত হন। রামলোচনের লোকান্তরগমনে তাঁহার পুত্র কাশী-নাথ পৈত্রিক সম্পত্তি এবং উপাধির উত্তরাধি-কারী হন। ইহাঁর পুত্র রাজা রাজনারায়ণ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে কুমার বিজয় কেশব পৈত্রিক বিষয় প্রাপ্ত হন এবং সম্প্রতি অপুত্রক অবস্থায় মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। যদ্যপি তাঁহার দুইটী বিধবা পত্নীর দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ হয় তাহা হইলে বিজয় কেশব হইতেই রামচাঁদের বংশ লোপ হইল।

২। ভূকৈলাসনিবাসী দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল। পুত্রাভাবে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জয় নারায়ণ ঘোষাল তাঁহার অর্জ্জিত বিপুল সম্পত্তির উত্তরা-ধিকারী হন এবং অনেক সদ্ব্যয় করিয়া "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। জয়নারায়ণের

নিধনে তস্য পুত্র কালীশঙ্কর তাঁহার উপাধি এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। কালীশঙ্করের সাতটী পুত্র জন্মিয়াছিল তন্মধ্যে সত্যচরণ এবং সত্যশরণ ক্রমান্বয়ে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। সত্যশরণ লোকান্তর গমন করিবার পর সত্যানন্দ রাজা বাহাদুর হইয়াছেন। তাঁহার সহোদর, খুল্লতাত-পুত্র এবং তাঁহাদের সন্তানেরা এক্ষণে ভূকৈলাসরাজবাটীর বংশোধর; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে মূলধনী দেওয়ান গোকুল ঘোষালের বংশ নাই।

৩। মুরশিদাবাদ জেলার অন্তঃপাতী জেমকাঁদী-নিবাসী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ। ইনি পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইলে ইহাঁর পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তস্য পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ বিপুল বিত্তের উত্তরাধিকারী হয়েন। কৃষ্ণচন্দ্র হঠাৎ সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া উদাসীন বেশে বৃন্দাবন-ধামে জীবনের শেষভাগ অতিবাহন করেন এবং ধার্ম্মিকবর "লালা বাবু" নামে খ্যাত। তাঁহার পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহের পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি এক কালে তাঁহার জ্ঞাতিপুত্র প্রতাপ চন্দ্র এবং ঈশ্বর চন্দ্র দুই সহোদরকে দত্তক গ্রহণ করেন।

পৈত্রিক মান, সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্য এবং বর্ত্তমান মেডিকেল হাঁসপাতালের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য পঞ্চাশ সহস্র টাকা প্রদান করাতে লাট ডাল হাউসী প্রতাপ চন্দ্রকে " রাজা বাহাদুর " উপাধি প্রদান করেন। রাজা প্রতাপ চন্দ্রের পুত্র, কুমার পূর্ণ চন্দ্র, কান্তি চন্দ্র এবং শরচ্চন্দ্র এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ঈশ্বর চন্দ্রের পুত্র কুমার ইন্দ্র চন্দ্র এই কুমার চতুষ্টয়ই এক্ষণে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর। ইহাঁরা কলিকাতার উপনগর পাইকপাড়াস্থ প্রাসাদে বাস করেন।

৪। মুরশিদাবাদ নগরীর অন্তঃপাতী কাশীমবাজারের কৃষ্ণকান্ত নন্দী বা কান্ত বাবু। ইহাঁর পুত্র লোকনাথ " রাজা বাহাদুর " উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পর তস্য পুত্র হরিনাথ পৈত্রিক উপাধি এবং বিত্তের উত্তরাধিকারী হয়েন। হরিনাথের পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথ কোন গর্হিত কার্য্য করিয়া অপমান ভয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী পরোপকার রূপ মহাব্রত পালন করিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রকার ইষ্টসাধন করিতেছেন এবং যে ভূষণে

ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বীয় দুহিতা, পুত্রবধূ প্রভৃতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন সেই অসামান্য রাজাভরণ লাভ করিয়া বঙ্গীয় ললনাকুলের মানবৃদ্ধি করিয়াছেন। কান্তবাবু নির্ব্বংশ হইয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার প্রপৌত্রবধূ যে যশঃ-কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন তাহাতে তাঁহার বংশের নাম ভারতে কখনই বিলুপ্ত হইবে না।

আমরা এক্ষণে নবকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার অর্থোপার্জ্জন যে প্রধানতঃ অসদুপায়ে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুভূত হইতেছে। তাঁহার অভ্যুদয়ের সময়ে অরাজ-কতা নিবন্ধন অজ্ঞানতিমির দিগন্ত সংস্থিত হইয়াছিল এবং লোকের ধন, মান ও প্রাণ সদাই বিপদসঙ্কুল ছিল। কোন প্রকারে অর্থোপা-র্জ্জন করিতে পারিলেই হইল। এক ব্যক্তি যে কোন প্রকারেই অর্থোপার্জ্জন করুন না কেন,উপা র্জ্জিত অর্থের সদ্ব্যয় করিলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করা হইত। বর্ত্তমান সভ্যতম এবং সুশাসন সময়ে, অর্জ্জন ও বর্জ্জন উভয়েতেই সাধুতার আব-শ্যক করে। যে ধনলিপ্সা সভ্যতম ইংলণ্ডের

সুশিক্ষিত ক্লাইভ, ভান্সিটার্ট, ভেরেলেষ্ট, হেষ্টিংস প্রভৃতি সংযম করিতে পারেন নাই তাহা যে অর্দ্ধ-শিক্ষিত নবকৃষ্ণ, রামচাঁদ, গঙ্গাগোবিন্দ, গোকুলচন্দ্র প্রভৃতি সংবরণ করিতে সক্ষম হইবেন তাহা কখন আশা করা যাইতে পারে না।

নবকৃষ্ণ প্রধান শাসনকর্ত্তার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন সুতরাং তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষমতা বর্ত্তমান প্রদেশায় শাসনকর্ত্তাদিগের প্রায় তুল্য ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি ক্রোরপতি হইয়াছিলেন এবং অর্থানুরূপ দাতা ও বদান্য ছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধি এবং রাজনীতিজ্ঞতায় তৎকালের কোন হিন্দু তাঁহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। তিনি জাতিমালা কাছারির সভাপতি ছিলেন এজন্য এই মহানগরীর সকল জাতীয় হিন্দুর উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ছিল। এই সকল কারণে তাঁহার যে পদ, মান ও ক্ষমতা হইয়াছিল তাহা বোধ হয় কোন বাঙ্গালীর অদৃষ্টে আর কখনও ঘটিবেক না। কিন্তু তাঁহার ধন, মান ও ক্ষমতা যতই হউক না কেন তিনি মানব বই দেবতা ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার চরিত্র যে নির্দ্দোষ ছিল না তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার

দোষের মধ্যে ইন্দ্রিয়দোষই অধিক ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল সুতরাং আমরা এস্থলে সে দোষের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

নবকৃষ্ণের প্রতি ষষ্ঠীদেবী যেমন প্রথমে প্রতিকূল ছিলেন তেমনি তাঁহার পুত্রের সময় হইতে বিশেষ অনুকূল হইয়াছেন। নবকৃষ্ণের দত্তক পুত্র গোপীমোহনের ঔরসে রাধাকান্ত নামে একটী পুত্র এবং তাঁহার পুত্র রাজকৃষ্ণের ঔরসে তদীয় ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর গর্ব্ভে শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, দেবীকৃষ্ণ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও যাদবকৃষ্ণ নামে আটটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে নবকৃষ্ণের, রাজা কমলকৃষ্ণ এবং মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ নামে দুই পৌত্র, রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি উনবিংশতি জন প্রপৌত্র, কুমার গিরীন্দ্র নারায়ণ, কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি জন বৃদ্ধ প্রপৌত্র এবং তিনজন অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বর্ত্তমান আছেন।

যে মহদ্বংশ এক শত বিংশতি বৎসরাধিক কাল এই মহানগরীর শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া সমাজের নানা প্রকার উপকার সাধনে সক্ষম

হইয়াছে তাহা যাহাতে অব্যাহত থাকে পরম পিতা পরমেশ্বরের সমীপে কায়মনে প্রার্থনা করিয়া এবং নবকৃষ্ণের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারিদিগকে তাঁহার দোষাংশ পরিহার পূর্ব্বক গুণাংশের অনুকরণের অনুরোধ করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আমরা সমাপ্ত করিলাম।

Printed by I. C. Bose & Co:, Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.